শরীয়তে যা নিষেধ

مناهي شرعية – اللغة البنغالية

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في الزلفي
Tel: 966 164234466 - Fax: 966 164234477

مناهي شرعية

ترجمه إلى اللغة البنغالية:

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالزلفي

الطبعة الثالثة: ١٤٤٦/٠٧ هـ

ح شعبة توعية الجاليات بالزلفي، ١٤٢٨هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر
شعبة توعية الجاليات (بالزلفي)
المناهي الشرعية / شعبة توعية الجاليات بالزلفي
٧٢ ص؛ ١٢ × ١٧ سم
ردمك : ٢-٤- ٩٩٥٣-٩٩٦٠
(النص باللغة البنغالية)
١-الوعظ والإرشاد أ. العنوان

ديوي ٢١٣ ١٤٢٨/٧٨١٨

رقم الإيداع : ١٤٢٨/٧٨١٨
ردمك : ٢-٤- ٩٩٥٣-٩٩٦٠

المناهي الشرعية

শরীয়তে যা নিষেধ

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبيَّ بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنَّ محمَّداً عبده ورسوله وبعد:

প্রিয় ভাই ও বোনেরা! ঈমানের এমন দৃঢ় ভিত্তির উপর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত, যার অপরিহার্য বিষয়সমূহের মধ্যে হল, আদেশাবলী পালন করা এবং নিষেধাবলী বর্জন করা। মহান এই দুই কেন্দ্র- বিন্দুর উপর দ্বীনের চাকা ঘুরতে আছে। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ﴾ [الحشر ٧]

"রাসূলুল্লাহ-ﷺ-তোমাদেরকে যা দেন, তা গ্রহণ করো এবং যা তিনি নিষেধ করেন, তা থেকে বিরত থাক।" (সূরা হাশর ৭) আর রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ)) [البخاري ٧٢٨٨]

"যখন আমি কোনো কিছু করতে নিষেধ করি, তখন তা থেকে বিরত থাকো এবং যখন কোনো কিছু করার নির্দেশ দেই, তখন সাধ্যমত তা পালন করো।" (বুখারী ৭২৮৮) মু'মিন ভালবাসা, আশা এবং নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে তার পূত-পবিত্র প্রতিপালকের ইবাদত করে, তাঁর

সেই নির্দেশ সম্পাদন করে, যা তিনি অপরিহার্য করেছেন এবং যা করার প্রতি তিনি উৎসাহ দান করেছেন। তেমনি নম্রতা, ভয় এবং মান্য করার সাথে সাথে এমন সব জিনিস থেকে বিরত থাকাও তার জন্য অপরিহার্য, যা আল্লাহ নিষেধ করেছেন এবং যা থেকে তিনি সতর্ক করেছেন। অর্থাৎ, দ্বীনের ব্যাপারগুলো দু'টি জিনিসের মধ্যে ঘুরতে আছে, কিছু করণীয়, কিছু বর্জনীয়। আর বান্দার এতে রয়েছে ইখতিয়ার। পথ তার সামনে। প্রতিদান পাবে কিয়ামতের দিন। হয় স্বপক্ষে, আর না হয় বিপক্ষে। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِراً وَإِمَّا كَفُوراً﴾ الدهر ٣

"নিশ্চয় আমি তাকে পথের নির্দেশ দিয়েছি; হয় সে কৃতজ্ঞ হবে, না হয় সে অকৃতজ্ঞ হবে।" (সূরা দাহার ৩) আমরা তাঁর দাস। আর দাস তার মালিকের অধিকারভুক্ত হয়। সে তাকে নির্দেশ দিবে ও নিষেধ করবে। আর দাসের এ ছাড়া কোনো অধিকার নেই যে, সে সন্তুষ্ট থাকবে, মেনে নিবে এবং নম্র ও বিনয়ী হবে। তবে আমাদের মর্যাদা-সম্মানের জন্য এটাই যথেষ্ট যে, আমরা কেবল আল্লাহর দাস।

সুপ্রিয় পাঠক! আমি আমার নিজের জন্য এবং আপনার জন্য আক্বীদা ও তাওহীদ সম্পর্কীয় এমন কিছু নিষিদ্ধ মসলা-মাসায়েল একত্রিত করেছি, যা মহাগ্রন্থ আল কুরআনে এবং রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর সহীহ হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে। যাতে আমরা এমন জিনিস থেকে বাঁচতে পারি, যা ঈমানের জন্য হানীকর এবং যা ঈমানকে দূষিত করে। আর তাতে পতিত হওয়ার

ব্যাপারে সতর্ক ও সজাগ থাকতে পারি। অতঃপর অপর মুসলিমদেরকেও যেন তা থেকে সতর্ক করতে পারি। আর এতে পতিত ব্যক্তিকে দাওয়াতী ওয়াজিব পালন ক'রে তা ত্যাগ করার জন্য নসীহত করতে পারি এবং যাকে আল্লাহ তা থেকে রক্ষা করেছেন, তাকে তার অনিষ্ট থেকে আরো দূরে থাকার কথা বলতে পারি।

আল্লাহর কাছে তাঁর নাম ও গুণাবলীর অসীলায় এবং তাঁর দয়া ও অনুগ্রহের আশায় প্রার্থনা করছি, তিনি যেন এ কাজে বরকত দান করেন। এটাকে যেন প্রত্যেক দোষ-ত্রুটি ও পদস্খলনমুক্ত করেন। কেবল সন্তুষ্টির জন্য যেন মনোনীত করে নেন এবং যে মুসলিম ভাই এর একত্রিত করার কাজে অংশ নিয়েছেন, যে এটান প্রুফ দেখে (ভাষাগত ও অন্যান্য ভুল-ত্রুটি) সংশোধন করে দিয়েছেন এবং যে এর মুদ্রণ করেছেন, তাঁদের সকলকে যেন আল্লাহ উত্তম প্রতিদান দেন। সমস্ত প্রশংসা নিখিল বিশ্বের প্রতিপালক আল্লাহরই জন্য। আল্লাহর নাম নিয়ে, তাঁর উপর ভরসা ক'রে এবং তাঁর নিকট সাহায্য কামনা ক'রে আরম্ভ করছি।

*সেই উদ্দেশ্যের ব্যাপারে উদাসীন হয়ো না, যার জন্য তোমাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ [الذاريات:٥٦]

"আমি মানুষ ও জ্বিন জাতিকে শুধমাত্র আমার ইবাদত করার জন্য সৃষ্টি করেছি।" (সূরা জারিয়াত ৫৬) অর্থাৎ, তাঁকে এক ও একক ভাববে। তিনি (কোনো কিছুর) নির্দেশ দিলে এবং নিষেধ করলে, তাতে তাঁর আনুগত্য করবে।

*ইবাদতের কোনো কিছুই মহান আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো জন্য সম্পাদন করো না এবং তাঁর ইবাদতে তাঁর সাথে অন্যকে শরীক করো না। প্রকৃত ইবাদত হল, মহান আল্লাহর জন্য নতিস্বীকার করা এবং তাঁর জন্য অবনত হওয়া। আর মহান আল্লাহ ব্যতীত অন্যের ইবাদত অন্তর দ্বারা, জবান দ্বারা এবং শারীরিকভাবেও করা হয়। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَاعْبُدُوا اللهَّ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً ﴾ [النساء: ٣٦]

"আল্লাহর ইবাদত করো এবং তাঁর সাথে কোনো কিছুকে শরীক করো না।" (সূরা নিসা ৩৬)

*কোন সৃষ্টির প্রতি এমন সম্মান ও শ্রদ্ধাপূর্ণ ভালবাসা পোষণ করবে না, যেমন আল্লাহর প্রতি কররো অথবা অন্যকে তাঁর থেকে বেশি ভালোবেসো না। ভালোবাসা কেবল হবে আল্লাহর জন্য এবং তিনি যে জিনিস ভালো-বাসেন তার প্রতি। দুনিয়াতে যত ভালবাসা আছে, তা যদি আল্লাহর জন্য এবং তাঁরই নিমিত্তে হয়, তবে তা সবই আল্লাহরই ভালোবাসার আওতাভুক্ত হবে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللهِ أَنْدَاداً يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبّاً للهِ ﴾ [البقرة: ١٦٥]

"আর কোনো কোনো লোক আছে, যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যকে (আল্লাহর) সমকক্ষ বলে মনে করে এবং তাদেরকে আল্লাহকে ভালোবাসার মত ভালবাসে, কিন্তু যারা বিশ্বাস করেছে, তারা আল্লাহর ভালবাসায় দৃঢ়তর।" (বাক্বারা ১৬৫)

*ইবাদত ও নৈকট্য লাভের ভয় আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকেও করো না অথবা এমন ব্যাপারেও কাউকে ভয় করো না, যা কেবল আল্লাহর ক্ষমতাধীন। যেমন, মৃত্যু দান এবং পাপের জন্য পাকড়াও ও তার উপর শাস্তি দেওয়া। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ فَلا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴾ [البقرة:١٥٠]

"সুতরাং তোমরা তাদের ভয় করো না, বরং একমাত্র আমাকেই ভয় কর, যাতে আমি আমার অনুগ্রহ তোমাদেরকে পরিপূর্ণরূপে দান করতে পারি এবং যাতে তোমরা সৎপথ পেতে পার।" (বাক্বারা ১৫০)

*বরকতময় আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো কাছে প্রার্থনা করো না। যেমন, মৃত অথবা ফেরেশতা কিংবা নবীদের বা জ্বিন ও অনুপস্থিত ব্যক্তিদের কাছে প্রার্থনা করা। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

﴿ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللهِ مَنْ لا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ* وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ ﴾ [الاحقاف:٥-٦]

"সে ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক বিভ্রান্ত কে, যে আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুকে ডাকে যা কিয়ামত পর্যন্তও তার ডাকে সাড়া দিবে না? আর তারা তাদের ডাক সম্বন্ধে বেখবর। যখন কিয়ামতের দিন মানুষকে একত্রিত করা হবে, তখন তারা তাদের শত্রু হয়ে দাঁড়াবে এবং তাদের উপাসনাকে অস্বীকার করবে।" (সূরা আহক্বাফ ৫-৬)

*তোমার কষ্টের সময় অথবা কল্যাণ ও সুখের সময় মহান আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো কাছে এমন কোনো ব্যাপারে ফরিয়াদ করো না, যার (কবুল করার) ক্ষমতা আল্লাহ ছাড়া কেউ রাখে না। যেমন, রুজি, সন্তান, রোগের জন্য আরোগ্য, পাপের জন্য ক্ষমা, বৃষ্টি, হেদায়াত এবং দুশ্চিন্তা দূরীভূত হওয়া ও শত্রুর উপর সাহায্য কামনা করা। তবে কোন জীবিত উপস্থিত ব্যক্তির কাছে যদি এমন ব্যাপারে ফরিয়াদ করা হয়, যার সে ক্ষমতা রাখে, তাহলে তাতে কোনো দোষ নেই। হ্যাঁ, ফরিয়াদকারী যেন তার আন্তরিক আস্থা কোনো সৃষ্টির উপর না রাখে, বরং আস্থা রাখবে একমাত্র মহান আল্লাহর উপর। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

﴿وَلا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللهِ مَا لا يَنْفَعُكَ وَلا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذاً مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ [يونس:١٠٦]

"আর আল্লাহকে ছেড়ে এমন কাউকে ডাকবে না, যে না তোমার কোনো উপকার করতে পারে, না কোনো ক্ষতি করতে পারে। যদি এইরূপ কর, তাহলে তুমি অবশ্যই যালেমদেরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।" (ইউনুস ১০৬)

*তুমি জমিনের কোনো স্থানে অবতরণ করলে প্রত্যাশিত ভয়ের জন্য মহান আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করো না। আল্লাহকেই শক্ত করে ধর, তাঁরই শরণাপন্ন হও এবং তাঁর পরিপূর্ণ বাক্যের অসীলায় তাঁর সৃষ্টির অনিষ্ট হতে তাঁরই কাছে আশ্রয় কামনা কর। তবে শত্রুর অথবা হিংস্র জীবজন্তু ইত্যাদির যে প্রকৃতিগত ভয় সৃষ্টি হয়, তাতে দোষ নেই। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقاً﴾ (الجن:٦)

"আর কতিপয় মানুষ কতক জ্বিনদের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করতো, ফলে তারা জ্বিনদের অহঙ্কার বাড়িয়ে দিত।" (সূরা জ্বিন ৬)

*মক্কায় আল্লাহর ঘর হারাম শরীফে অবস্থিত কা'বা ব্যতীত ইবাদতের নিয়তে অন্য কিছুর তাওয়াফ করো না। তাই নেকীর আশায় এবং শাস্তি থেকে বাঁচার নিয়তে কোনো কবর, পাথর অথবা অন্য কিছুর তাওয়াফ করো না। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

﴿وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْناً وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ﴾ [البقرة:١٢٥]

"এবং (সেই সময়কে স্মরণ কর) যখন কাবাগৃহকে মানুষের জন্য সম্মিলন স্থল ও শান্তির আলয় করলাম (এবং বললাম), তোমরা মাক্বামে ইব্রাহীম (ইব্রাহীমের দাঁড়ানোর জায়গা)কেই নামাযের জায়গারূপে গ্রহণ কর। আর আমি ইব্রাহীম ও ইসমাঈলকে আদেশ করলাম যে, তোমরা আমার গৃহকে তওয়াফকারী, ই'তিকাফকারী ও রুকূদের জন্য পবিত্র রাখবে।" (সূরা বাক্বরা ১২৫)

*কোনো পাথর, গাছ অথবা কবর ইত্যাদিকে বরকতের মাধ্যম মনে করো না। বরকতের কেবল সেটাই হবে যেটাকে শরীয়ত নির্দিষ্ট করেছে।

((عَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ أَنَّهُمْ خَرَجُوا عَنْ مَكَّةَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَى حُنَيْنٍ- وكانوا حدثاء عهد بكفر- قَالَ: وَكَانَ لِلْكُفَّارِ سِدْرَةٌ يَعْكُفُونَ عِنْدَهَا وَيُعَلِّقُونَ بِهَا أَسْلِحَتَهُمْ -أَيْ يُعَلِّقُوْنَ عَلَيْهَا طلباً لِلْبَرَكَةِ- يُقَالُ لَهَا ذَاتُ أَنْوَاطٍ، قَالَ: فَمَرَرْنَا بِسِدْرَةٍ ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ الله! اجْعَلْ لَنَا ذَاتَ أَنْوَاطٍ كَمَا لَهُمْ ذَاتُ أَنْوَاتٍ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ((قُلْتُمْ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ كَمَا قَالَ قَوْمُ مُوسَى ﴿ اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ﴾ إِنَّهَا لَسُنَنٌ لَتَرْكَبُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ [الترمذي ٢/ ٢٣٥ رقم ١٧٧١، و أحمد]

“আবূ ওয়াক্বিদ আল্লায়সী-ﷺ-থেকে বর্ণিত যে, সাহাবাগণ রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর সাথে মক্কা থেকে বের হয়ে হুনাইনের দিকে যাত্রা করেন-তাঁরা সবাই নবাগত মুসলিম ছিলেন-। বর্ণনাকারী বলেন, কাফেরদের একটি কুলের গাছ ছিল। সেখানে তারা অবস্থান করত এবং নিজেদের অস্ত্রগুলো ঝুলিয়ে রাখত। (অর্থাৎ, বরকত গ্রহণের উদ্দেশ্যে তার উপর ঝুলাতো) গাছটিকে ‘যাতু আনওয়াত’ বলা হত। আমরাও একটি কুল গাছের পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় রাসূলুল্লাহ -ﷺ-কে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের জন্য একটি ‘যাতু আনওয়াত’ নির্দিষ্ট করে দেন, যেমন তাদের ‘যাতু আনওয়াত’ রয়েছে। তখন রাসূলুল্লাহ-ﷺ-(বিস্মিত হয়ে) বললেন, আল্লাহু আকবার! এটা তো (পূর্বের) চালচলন। সেই আল্লাহর শপথ! যাঁর হাতে আমার প্রাণ, তোমরা সেই রকমই কথা বলেছ, যে

রকম কথা মূসা-عليه السلام-এর সম্প্রদায়রা মূসাকে বলেছিল, "আমাদের উপাসনার জন্যও তাদের মূর্তির মতই একটি মূর্তি নির্মাণ করে দিন। তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যে বড়ই অজ্ঞতা রয়েছে। তোমরা অবশ্যই তোমাদের পূর্বের লোকদের রীতি-নীতির অনুসরণ করবে।" (তিরমিযী ১৭৭১, মুসনাদ আহমদ ২১৩৯)

*অন্য কারো মাধ্যমে কখনোও আল্লাহর নিকট সুপারিশ কামনা করো না, বরং সুপারিশ কেবল পূত-পবিত্র আল্লাহর কাছেই কামনা করবে। কেননা, সমস্ত সুপারিশী তাঁরই ক্ষমতাধীন। না কোনো নিকটতম ফেরেশতার কাছে চাইবে, না কোনো প্রেরিত রাসূলের কাছে, আর না ধ্বংসশীল কোন ওলীর কাছে। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ مَا لا يَضُرُّهُمْ وَلا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللهَ بِمَا لا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ [يونس:١٨]

"আর তারা আল্লাহ ছাড়া এমন কিছুর উপাসনা করে যা তাদের কোনো অপকারও করতে পারে না এবং কোনো উপকারও করতে পারে না। অথচ তারা বলে, এরা হচ্ছে আল্লাহর নিকট আমাদের সুপারিশকারী। তুমি বলে দাও, তোমরা কি আল্লাহকে এমন বিষয়ের সংবাদ দিচ্ছ যা তিনি অবগত নন, না আকাশসমূহে, আর না পৃথিবীতে? তিনি পবিত্র এবং তারা যে অংশী করে, তা হতে তিনি ঊর্ধ্বে।" (সূরা ইউনুস ১৮)

*আল্লাহ তা'য়ালা ব্যতীত অন্য কারো উপর ভরসা ও আশ্বাস রেখ না এবং তিনি ছাড়া তোমার বিষয় অন্য কারো উপর সোপর্দ করো না। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন

﴿أَلَيْسَ اللهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ﴾ [الزمر:]

"আল্লাহ কি তাঁর বান্দার জন্য যথেষ্ট নন।" (সূরা যুমার ৩৬) তিনি আরো বলেন,

﴿وَعَلَى اللهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [المائدة: ٢٣]

"আল্লাহরই উপর ভরসা কর, যদি তোমরা মু'মিন হও।" (মায়েদা ২৩)

*এই আক্বীদা পোষণ করো না যে, নবীরা অথবা ওলীরা সার্বভৌমত্বে কর্তৃত্ব করার ক্ষমতা রাখেন। কিংবা তাঁরা অবাঞ্ছনীয় বস্তু দূর করতে পারেন এবং বাঞ্ছনীয় জিনিস এনে পারেন। অগ্র ও পশ্চাতে সৃষ্টি করা ও আদেশ দান করা মহান আল্লাহরই কাজ। তাঁর এই সার্বভৌমত্বে কেবল তা-ই সংঘটিত হয়, যা তিনি চান, নির্ধারিত করেন এবং যা তিনি ইচ্ছা করেন ও সহজ করে দেন। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعاً وَخُفْيَةً لَئِنْ أَنْجَانَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ* قُلِ اللهُ يُنَجِّيكُمْ مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ﴾ [الأنعام:٦٣-٦٤]

"বলো, কে তোমাদেরকে পরিত্রাণ দিয়ে থাকে, যখন তোমরা স্থলভাগের ও সমুদ্রের বিপদে কাতরভাবে এবং গোপনে তাঁকে আহ্বান করে (বলে)

থাকে, আমাদেরকে এ হতে পরিত্রাণ দিলে আমরা অবশ্যই কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হব। বল, আল্লাহই তোমাদেরকে তা থেকে এবং সমস্ত দুঃখকষ্ট থেকে পরিত্রাণ দান করেন। তা সত্ত্বেও তোমরা তাঁর অংশী স্থাপন করে থাক।" (সূরা আনআম ৬৩-৬৪)

*এই ধারণা পোষণ করো না যে, মহান আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউ গায়েব (অদৃশ্য জগতের খবর) জানে। মহান ও পবিত্রময় আল্লাহই এককভাবে অদৃশ্য বিষয়ে এবং প্রত্যক্ষ বিষয়ে জ্ঞাত। আসমান ও জমিনের কোনো জিনিসই তাঁর কাছে গুপ্ত নয়। তিনি বলেন,

﴿قُلْ لا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ﴾ [النمل:٦٥]

"বলো, আল্লাহ ব্যতীত আসমান ও যমীনে কেউই অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান রাখে না এবং ওরা কখন পুনরুত্থিত হবে (তাও) ওরা জানে না।" (নামল ৬৫)

*তুমি তোমার নিজের উপর অথবা সন্তানের উপর কিংবা বাহনের উপর বা অন্য কোন কিছুর উপর উপকারিতা অর্জন ও অপকারিতা দূর করার জন্য গোলাকার কোন (ধাতুর) জিনিস অথবা সুতা বা রশি ইত্যাদি ঝুলাবে না।

((عَنْ أَبِيْ بَشِيرٍ الْأَنْصَارِيِّ -ﷺ- أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ الله -ﷺ- فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ، فَأَرْسَلَ رَسُولُ الله -ﷺ- رَسُولًا أَنْ لَا يَبْقَيَنَّ فِي رَقَبَةِ بَعِيرٍ قِلَادَةٌ مِنْ وَتَرٍ أَوْ قِلَادَةٌ إِلَّا قُطِعَتْ)) [البخاري ٣٠٠٥-مسلم ٢١١٥]

"আবূ বাশীর আনসারী-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর কোনো এক (জেহাদের) সফরে তাঁর সঙ্গী ছিলেন। রাসূলুল্লাহ-ﷺ-সংবাদবাহক

পাঠিয়ে নির্দেশ দিলেন যে, কোনো উটের গলায় যেন কোনো প্রকার রশি বাঁধা না থাকে, থাকলে তা যেন কেটে ফেলা হয়।" (বুখারী মুসলিম)

*বিপদাপদ রোধ করার জন্য অথবা দূর করার জন্য কোনো তাবিয অথবা মালা কিংবা কড়ি ইত্যাদি ব্যবহার করো না।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُكَيْمٍ -ﷺ- قَال رسول الله -ﷺ- ((مَنْ تَعَلَّقَ شَيْئًا وُكِلَ إِلَيْهِ)) [صحيح سنن الترمذي ١٦٩١، احمد ١٨٣٩]

আব্দুল্লাহ ইবনে উকাইয়েম-ﷺ-থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "যে ব্যক্তি কোনো কিছু ঝুলাবে, তাকে তারই উপর নির্ভরশীল বানিয়ে দেওয়া হবে।" (সহীহ সুনানে তিরমিযী ১৬৯১, আহমদ১৮৩৯) অন্য এক বর্ণনায় এসেছে,

((إِنَّ الرُّقَى، وَالتَّمَائِمَ، وَالتِّوَلَةَ شِرْكٌ)) [صحيح سنن أبي داود ٣٢٨٨ وصحيح ابن ماجة ٣٥٣٠]

"অবশ্যই (শির্কীয়) ঝাড়-ফুঁক, তাবিজ ব্যবহার করা এবং জাদু-বিদ্যা শির্ক।" (সহীহ সুনানে আবূ দাউদ ৩২৮৮, সহীহ সুনানে ইবনে মাজাহ ৩৫৩০)

*শির্কের প্রবেশ পথ বন্ধ করতে এবং শির্কীয় যাবতীয় উপাদান রোধ করতে এমন মসজিদে নামায পড়ো না, যেখানে কবর আছে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

﴿وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلهِ فَلا تَدْعُو مَعَ اللهِ أَحَداً﴾ [الجن:١٨]

“সমস্ত মসজিদ হলো আল্লাহর। অতএব, তোমরা আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে ডেকো না।” (সূরা জ্বিনঃ ১৮)

*কবরের উপর অথবা কবরের কাছে বরকতের উদ্দেশ্যে নামায পড়ো না। অনুরূপ এই ধারণাও পোষণ করো না যে, কবরের নিকট নামায পড়া উত্তম অথবা তার আশেপাশে নামায পড়লে তা পরিপূর্ণ গণ্য হয়। আর এ সব শির্কে পতিত হওয়া ও তার যাবতীয় উপায়-উপকরণ থেকে সতর্কতার জন্য উদ্ধৃত হয়েথে নবী করীম-ﷺ-এর(নিম্নের) বাণী,

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ((لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ)) [رواه البخاري ومسلم ٤٣٦-٢٣١]

আয়েশা (রাযীআল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, “ইয়াহুদী ও খ্রীষ্টানদের প্রতি আল্লাহর অভিশাপ। তারা নবীদের কবরগুলোকে মসজিদে পরিণত করেছিল।” (বুখারী মুসলিম) অপর এক বর্ণনায় এসেছে,

((أَلَا وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيهِمْ مَسَاجِدَ أَلَا فَلَا تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ إِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ)) [رواه مسلم ٥٣٢]

“সাবধান! তোমাদের পূর্বের লোকেরা নবীদের কবরগুলোকে মসজিদে পরিণত করত। খবরদার! তোমরা কিন্তু কবরগুলোকে মসজিদে পরিণত করো না। আমি এ কাজ করতে তোমাদেরকে নিষেধ করছি।” (মুসলিম ৫৩২)

*নামায ত্যাগ করো না। কারণ, নামাযই হলো বান্দা ও তাঁর প্রতিপালকের

মধ্যে যোগসূত্র এবং তা হলো দ্বীনের খুঁটি। আর তার ইসলামে কোনোই অংশ থাকে না, যে নামায ত্যাগ করে।

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ -ﷺ- قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ -ﷺ- ((إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكَ الصَّلَاةِ)) [رواه مسلم ٨٢]

জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী করীম-ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, "মানুষের মধ্যে এবং শির্ক ও কুফরির মধ্যে পার্থক্যকারী জিনিস হল নামায ত্যাগ করা।" (মুসলিম ৮২)
*তিনটি মসজিদ ব্যতীত ইবাদতের উদ্দেশ্যে অন্য কোথাও সফর করো না। আর সেই তিনটি মসজিদ হল, মক্কায় মসজিদে হারাম, মদীনায় মসজিদে নববী এবং মসজিদে আক্বসা। এই তিনটি মসজিদ ছাড়া অন্য কোনও মসজিদের উদ্দেশ্যে সফর করা জায়েয নয়।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنْ النَّبِيِّ ﷺقَالَ: ((لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ، الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِ الرَّسُولِ ﷺ، وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى.)) [رواه البخاري ومسلم ١١٨٩-٨٢٧]

আবূ হুরাইরা-ﷺ-নবী করীম-ﷺ-থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, "তিনটি মসজিদ ব্যতীত অন্য কোথাও ভ্রমনের উদ্দেশ্যে যাওয়া জায়েজ নয়। মসজিদে হারাম, মসজিদে নববী এবং মসজিদে আক্বসা।" (বুখারী মুসলিম)
*আল্লাহকে বাদ দিয়ে কবরে সমাধিস্থ ব্যক্তিবর্গের কাছে প্রার্থনা করার জন্য তাদের কবরের যিয়ারত করো না অথবা তাদেরকে আল্লাহন কাছে

সুপারিশকারী মনে করো না। যিয়ারত কেবল হবে তাদের অবস্থা ও পরিণাম থেকে উপদেশ গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে। তাদেরকে সালাম দেওয়া এবং তাদের জন্য দুআ' করাতে কোনো দোষ নেই। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ ذَلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ* إِنْ تَدْعُوهُمْ لا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ﴾ [فاطر:١٣-١٤]

"আর তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে ডাক তারা তো খেজুরের আঁটির উপরে পাতলা আবরণ বরাবর (অতি তুচ্ছ) কিছুরও মালিক নয়। তোমরা তাদের আহ্বান করলে তারা তোমাদের আহ্বান শুনবে না এবং শুনলেও তোমাদের আহবানে সাড়া দিবে না। তোমরা তাদেরকে যে অংশী করছ, তা ওরা কিয়ামতের দিন অস্বীকার করবে। আর সর্বজ্ঞ (আল্লাহ)র ন্যায় কেউই তোমাকে অবহিত করতে পারে না।" (ফাতির ১৩-১৪)

*কবরের উপর গম্বুজ নির্মাণ করো না এবং কবরকে জমিন থেকে খুব বেশি উঁচু করো না। তাকে পাকা করো না, লেখার অথবা আঁকার মাধ্যমে তার উপর কোনো নকশা করো না এবং সেখানে বাতি জ্বালায়ো না। কারণ, এতে প্রথমতঃ মালের অপচয় হয় দ্বিতীয়তঃ, এটা শির্কের মাধ্যম। এতে কবরসমূহের সম্মানে ঐ রকমই বাড়াবাড়ি করা হয়, যেমন মূর্তিদের ব্যাপারে করা হয়।

عَنْ أَبِي الهَيَّاجِ الْأَسَدِيِّ قَالَ: قَالَ لِي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ﷺ: أَلَا أَبْعَثُكَ عَلَى مَا

بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ لَا تَدَعْ تِمْثَالًا إِلَّا طَمَسْتَهُ وَلَا قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا سَوَّيْتَهُ)) [رواه مسلم ٩٦٩]

আবূল হায়্যাজ আল-আসাদী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আলী ইবনে আ ত্বালিব-ﷺ-আমাকে বললেন, আমি কি তোমাকে এমন পাঠাব না, যে কাজে রাসূলুল্লাহ-ﷺ-আমাকে পাঠিয়ে ছিলেন? (আর তা হল,) "কোনো মূর্তি পেলে, তা ভেঙ্গে ফেলবে এবং কোন উঁচু করব দেখলে, তা সমান করে দিবে।" (মুসলিম ৯৬৯)

*কোনো প্রাণীর ছবি তুলবে না। যেমন, মানুষ, পশু-পাখী ও মাছ ইত্যাদি। তবে অতীব প্রয়োজন হলে (তার কথা ভিন্ন) যেমন, নিজের পরিচয়পত্র ও পাসপোর্টের জন্য ছবি তোলা।

عَنْ ابن عَبَّاسٍ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: ((كُلُّ مُصَوِّرٍ فِي النَّارِ يُجْعَلُ لَهُ بِكُلِّ صُورَةٍ صَوَّرَهَا نَفْسًا فَتُعَذِّبُهُ فِي جَهَنَّمَ)) [رواه مسلم ٢١١٠]

ইবনে আব্বাস-ﷺ-থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "প্রত্যেক চিত্রকার জাহান্নামে যাবে। সে যত মূর্তি ও ছবি তুলেছে, প্রত্যেক মূর্তি ও ছবির পরিবর্তে একটি প্রাণীর রূপ দেওয়া হবে এবং সে (এই প্রাণী) তাকে জাহান্নামে আজাব দিতে থাকবে।" (মুসলিম ২১১০)

*আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে অথবা তার ভয়ে কিংবা তার থেকে কোনো কিছু পাওয়ার আশায় তার নামে জবাই করো না। যেমন, জ্বিনদের অনিষ্ট থেকে বাঁচার জন্য তাদের নামে জবাই করা

অথবা মৃতদের কাছে উপকৃত হওয়ার লক্ষ্যে জবাই করা।

﴿قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لله رَبِّ الْعَالَمِينَ، لا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ﴾ [الأنعام:١٦٢-١٦٣]

" বলে দাও, আমার নামায, আমার কুরবানী এবং আমার জীবন ও মরণ বিশ্ব-প্রতিপালক আল্লাহর জন্যে। তাঁর কোনো অংশীদার নেই এবং এ সম্বন্ধে আদিষ্ট হয়েছি। আর আত্মসমর্পণকারী মুসলিমদের মধ্যে আমিই প্রথম।" (সূরা আনআম ১৬২-১৬৩)

*এমন স্থানে আল্লাহর জন্য জবাই করো না, যেখানে গায়রুল্লাহর নামে জবাই হয়।

عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ-رضي الله عنه- قَالَ: نَذَرَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله-ﷺ-أَنْ يَنْحَرَ إِبِلًا بِبُوَانَةَ، فَأَتَى النَّبِيَّ-ﷺ- فَقَالَ: إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ إِبِلًا بِبُوَانَةَ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ -ﷺ-: ((هَلْ كَانَ فِيهَا وَثَنٌ مِنْ أَوْثَانِ الجَاهِلِيَّةِ يُعْبَدُ؟)) قَالُوا لَا، قَالَ: ((هَلْ كَانَ فِيهَا عِيدٌ مِنْ أَعْيَادِهِمْ؟)) قَالُوا: لَا، قَالَ رَسُولُ الله ((أَوْفِ بِنَذْرِكَ، فَإِنَّهُ لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ الله وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ))

[صحيح سنن أبي داود ٢٨٣٤]

সাবেত ইবনে যাহহাক-رضي الله عنه-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর যুগে এক ব্যক্তি 'বুওয়ানা' নামক স্থানে উট জবাই করার মানত করেছিল। তাই সে রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর কাছে উপস্থিত হয়ে বলল যে, আমি

'বুওয়ানা' নামক স্থানে উট জবাই করার মানত করেছি? তিনি বললেন, "সেখানে কি জাহেলিয়্যাতের মূর্তিসমূহের কোনো মূর্তির ছিল যার পূজা করা হতো?" সাহাবাগণ বললেন, না। তিনি-ﷺ-বললেন, "সেখানে কি জাহেলিয়্যাতের উৎসবসমূহের কোনো উৎসব পালিত হত?" সাহাবাগণ উত্তরে বললেন, না। তখন তিনি-ﷺ-বললেন, "তুমি তোমার মানত পূরণ কর। মনে রেখ, আল্লাহর অবাধ্যতায় কোনো মানত পূরণ করা যায় না এবং এমন জিনিসেরও মানত পূরণ করা যাবে না, আদম সন্তান যার মালিক নয়।" (সহীহ সুনানে আবূ দাউদ ২৮৩৪)

*কোনো আমল অথবা মাল কিংবা নৈকট্য লাভের কোনো জিনিসের দ্বারা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো আনুগত্যের মানত করো না। তার দ্বারা কবরসমূহ এবং মাজার ইত্যাদির নৈকট্য লাভের নিয়ত করো না।

((عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنْ النَّبِيِّ ﷺقَالَ: مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ، فَلَا يَعْصِهِ)) [رواه البخاري ٦٦٩٦]

আয়েশা (রাযীআল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম-ﷺ-বলেছেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্য করার মানত করে, সে যেন তা পূরণ করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর অবাধ্যতা করার মানত করে, সে যেন তা পূরণ না করে।"(মুসলিম ৬৬৯৬)

* আল্লাহকে তাঁর কোন সৃষ্টির সমতুল্য মনে করো না।

﴿ فَلا تَجْعَلُوا لله أَنْدَاداً وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة:]

“অতএব, জেনেশুনে আল্লাহর সাথে তোমরা অন্য কাউকেও শরীক করো না।” (সূরা বাক্বারা ২২)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ مَا شَاءَ اللهُ وَشِئْتَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: ((جَعَلْتَنِي وَاللهِ عَدْلًا، بَلْ مَا شَاءَ اللهُ وَحْدَهُ))

ইবনে আব্বাস-ﷺ-থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ-ﷺ-কে বলল, আল্লাহ এবং আপনি যা ইচ্ছা করেছেন। তখন তিনি বললেন, “আল্লাহর শপথ তুমি তো আমাকে আল্লাহর সমকক্ষ বানিয়ে দিলে। বরং কেবল আল্লাহ যা ইচ্ছা করেছেন তাই হয়েছে।” (মুসনাদ আহমদ ৩২৩৪, ইমাম বুখারী তাঁর আদাবুল মুফরাদ নামাক কিতাবে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন, ৭৮২, আল্লামা আলবানী (রহঃ) সহীহ আদাবুল মুফরাদে হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। ৬০১) অনুরূপ মানুষের এই ধরনের বলা যে, আমার আল্লাহ ও তুমি ছাড়া কেউ নেই, আমার জন্য আল্লাহ আছেন আসমানে, আর তুমি আছ যমীনে এবং আমি আল্লাহ ও তোমার উপর ভরসা করেছি ইত্যাদিও উক্ত শির্কীয় কথার পর্যায়ভুক্ত।

*মহান আল্লাহর সত্তা সম্পর্কে কল্পনা করো না। কারণ, মহান আল্লাহর ব্যাপারটা হল এই যে,

﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾

“কোনো জিনিসই তাঁর মত নয়।” জ্ঞান তাঁকে কল্পনা করতে পারে না এবং দৃষ্টিশক্তি তাঁকে পেতে পারে না (তাঁকে বেষ্টন ক’রে দেখতে

পারে না)। নাফসের মধ্যে এ রকম কু-মন্ত্রনা সৃষ্টি হলে আল্লাহর নিকট তা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা কর এবং তা (এই ধরনের খেয়াল) থেকে ফিরে এসে বল, "আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর ঈমান আনলাম।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بن مَسْعُودٍ ﷺ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺأَنَّهُ قَالَ: ((تَفَكَّرُوْا فِي آلاَءِ اللهِ وَلاَ تَتَفَكَّرُوْا فِي اللهِ))

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ-ﷺ-রাসূলুল্লাহ-ﷺ-থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, "আল্লাহর নিয়ামতসমূহের ব্যাপারে চিন্তা-গবেষণা কর, কিন্তু তাঁর সত্তার ব্যাপারে চিন্তা ও গবেষণা করতে যেও না।" (ত্বাবারানী তাঁর 'আওসাত্ব' নামক কিতাবে এবং ইমাম বায়হাক্বী তাঁর 'শো'বুল' ঈমান নামক কিতাবে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। আল্লামা আলবানী (রহঃ) হাদীসটি সহীহ বলেছেন। দ্রষ্টব্যঃ সিলসিলাতুস সাহীহা ১৭৮৮)

*এই বিশ্বাস করো না যে, মহান আল্লাহ তাঁর সত্তা সহ আমাদের সাথে আছেন। তাঁর জ্ঞান আমাদের সাথে থাকে এবং তিনি সবকিছুর খবর রাখেন অথবা তাঁর সাহায্য ও সমর্থন আমাদের সাথে থাকে। তিনি তাঁর সত্তা সহ আমাদের ঊর্ধ্বে এবং সৃষ্টির বহু ব্যবধানে আরশের উপর ঐভাবেই সমাসীন আছেন, যেভাবে সমাসীন থাকা তাঁর গৌরবময় ও মহান সত্তার জন্য সামঞ্জস্যপূর্ণ। তাঁর মত কোন কিছুই নয়। তাঁর অনুরূপ, তাঁর সহযোগী, তাঁর মত এবং তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই। তিনি প্রত্যেকটি জিনিস সম্পর্কে অবগত। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ﴾ [الأنعام:]

"তিনি পরাক্রান্ত স্বীয় বান্দাদের উপর। তিনি জ্ঞানময়, সর্বজ্ঞ।" (আনআম)

*মহান আল্লাহ যে নাম ও গুণাবলী নিজের জন্য সাব্যস্ত করেছেন এবং তাঁর মহান নবী সহীহ হাদীসে তাঁর জন্য যে নাম ও গুণাবলী প্রতিষ্ঠিত করেছেন, সেগুলি ব্যতীত অন্য কোন নাম ও গুণ তাঁর জন্য সুসাব্যস্ত করো না। কেননা, মহান আল্লাহর নামগুলি 'তাওক্বীফী' (অর্থাৎ, সেই গুলিই তাঁর নাম বিবেচিত হবে যা শরীয়ত কর্তৃক প্রমাণিত।) এতে ভাল লাগার এবং জ্ঞানের কোন স্থান নেই। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

﴿ قُلِ ادْعُوا اللهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى ﴾ [الاسراء: ١١٠]

"আল্লাহকে আল্লাহ বলে ডাক কিংবা রাহমান বলে, যে নামেই ডাক না কেন সব সুন্দর নামই তাঁর।" (সূরা ইসরা ১১০)

*আল্লাহর নাম ও তাঁর গুণাবলীর ব্যাপারে বিপথগামী হয়ো না। আর তা হয়, তার অস্বীকৃতি ও অস্বীকার ক'রে অথবা প্রকৃত অর্থের অপব্যাখ্যা ক'রে কিংবা কোনো কোনো সৃষ্টিরও ঐ নামে নামকরণ ক'রে সৃষ্টির নামের সাথে তার সাদৃশ্য স্থাপন করো না। অথবা তাঁর নামের সাথে এমন নাম প্রবেশ করিয়ে দিয়ে যা তাঁর নামের অন্তর্ভুক্ত নয় কিংবা অন্য নামের সাথে তাঁর নামের তুলনা করো না। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَلِلهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [الأعراف:١٨٠]

“উত্তম নামসমূহ আল্লাহরই। সুতরাং তোমরা সে সব নামেই তাকে ডাকো। আর যারা তাঁর নাম সম্বন্ধে বক্রপথ অবলম্বন করে তাদেরকে বর্জন কর, তাদের কৃতকর্মের ফল তাদেরকে দেওয়া হবে।” (আ’রাফ ১৮০)
*আল্লাহর মুখমণ্ডলের দোহাই দিয়ে কখনোও কিছু চেয়ো না, বরং আল্লাহর কাছে তাঁর সুন্দর নাম ও উন্নত গুণাবলীর অসীলায় চাইবে।

عن أبي موسى الأشعري-ﷺ-قال: قال رسول الله-ﷺ-((مَلْعُوْنٌ مَّنْ سَأَلَ بِوَجْهِ الله ، وَ مَلْعُوْنٌ مَّن يَّسْأَلُ بِوَجْهِ الله ثُمَّ مَنَعَ سَائِلَهُ، مَا لَمْ يَسْأَلْهُ هَجْراً))

আবূ মূসা আশআরী-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, “সে ব্যক্তি অভিশপ্ত, যে আল্লাহর মুখমণ্ডলের দোহাই দিয়ে চায় এবং সে ব্যক্তিও অভিশপ্ত, যার কাছে আল্লাহর মুখমণ্ডলের দোহাই দিয়ে চাওয়া হয় কিন্তু সে দেয় না, যদি তার কাছে সম্পর্ক ছিন্নতার জিনিস না চাওয়া হয়।” (ত্বাবারানী, সিলসিলাতুস সাহীহা ২২৯০)
*কোনো বিদআত ও হারাম জিনিসের অসীলায় আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করো না। যেমন বলা,

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِجَاهِ فُلَانٍ أَوْ بِحَقِّ فُلَانٍ، أَوْ بِذَاتِ فُلَانٍ، أَوْ بِمَنْزِلَةِ فُلَانٍ عِنْدِكَ.

“হে আল্লাহ! আমি অমুকের সম্মানের দোহাই দিয়ে অথবা তার অধিকারের

দোহাই দিয়ে কিংবা তার সত্তার দোহাই দিয়ে বা তোমার কাছে তার যে মর্যাদা রয়েছ, তার দোহাই দিয়ে প্রার্থনা করছি।" তবে তোমার জন্য আল্লাহর জীবিত সৎ ও মু'মিন বান্দাদের দুআ' করা কোন দোষের নয়।

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ [المائدة:٣٥]

"হে মু'মিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষণ কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে সফলকাম হও। (সূরা মায়েদা ৩৫)

*আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না, তাতে তোমার পাপ যতই বেশি হোক না কেন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

﴿ إِنَّهُ لا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ ﴾ [يوسف: ٨٧]

"অবশ্যই আল্লাহর রহমত থেকে কাফের সম্প্রদায় ব্যতীত অন্য কেউ নিরাশ হয় না।" (সূরা ইউসুফ ৮৭)

*আল্লাহর পাকড়াও থেকে নিশ্চিন্ত হয়ো না, চাই তোমার সৎকর্ম যতই থাকুক না কেন। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللهِ فَلا يَأْمَنُ مَكْرَ اللهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ ﴾ [الأعراف:٩٩]

"তারা কি আল্লাহর চক্রান্তের ভয় রাখে না? বস্তুতঃ ক্ষতিগ্রস্ত সম্প্রদায় ব্যতীত কেউই আল্লাহর চক্রান্ত হতে নিরাপদ বোধ করে।" (আ'রাফ ৯৯)

*মহান আল্লাহর ব্যাপারে খারাপ ধারণা পোষণ করো না। কারণ, আল্লাহ তাঁর বান্দার সুধারণার কাছে থাকেন।

عَنْ جَابِرٍ -ﷺ- قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ الله -ﷺ- يَقُوْلُ: ((لَا يَمُوتَنَّ أَحَدُكُمْ إِلَّا وَهُوَ يُحْسِنُ الظَّنَّ بِالله عَزَّ وَجَلَّ)) [رواه مسلم ٢٨٧٧]

জাবির-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ-ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, "তোমাদের কেউ যেন আল্লাহর ব্যাপারে সুধারণা না নিয়ে মৃত্যুবরণ না করে।" (মুসলিম ২৮৭৭)

*কেবল ভালবাসার ভিত্তিতে আল্লাহর ইবাদত করো না এবং কেবল আশা ও ভয়ের ভিত্তিতেও তাঁর ইবাদত করো না, বরং এ দু'টিকে পাখীর দু'টি ডানার মত বানিয়ে দাও। কেননা, একটি ডানাধারী পাখী উড়তে পারে না। আর আল্লাহর সৎ ও মু'মিন বান্দাদের অবস্থা হল,

﴿يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ﴾ [الاسراء: ٥٧]

"তারা তাদের প্রতিপালকের নৈকট্য লাভের উপায় সন্ধান করে যে, তাদের মধ্যে কে কত নিকট হতে পারে। তারা তাঁর দয়া প্রত্যাশা করে ও তাঁর শাস্তিকে ভয় করে (সূরা ইসরা ৫৭) তিনি আরো বলেন,

﴿نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ، وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ﴾ [الحجر: ٥٠]

"আমার বান্দাদেরকে জানিয়ে দাও যে, আমি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, দয়ালু। আর আমার শাস্তিও অতীব কঠিন শাস্তি।" (সূরা হিজর ৪৯-৫০)

*আমল ছাড়াই কেবল আল্লাহর রহমতের উপর ভরসা করো না। কারণ, সৎকর্ম হল আল্লাহর প্রতি সঠিক ধারণা পোষণের দলীল। আর আল্লাহর রহমত অলসতা ও কুড়েমি করলে পাওয়া যায় না, বরং তা লাভ করা যায় সত্য ঈমান এবং নেক আমলের মাধ্যমে। অবশ্যই আল্লাহর রহমত সৎকর্মশীলদের নিকটবর্তী। মহান আল্লাহ বলনে,

﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللهِ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [البقرة:٢١٨]

"নিশ্চয় যারা বিশ্বাস করে এবং আল্লাহর পথে (ধর্মের জন্য) হিজরত (স্বদেশ ত্যাগ) করে ও জিহাদ (ধর্মযুদ্ধ) করে, তারাই আল্লাহর দয়ার আশা রাখে এবং আল্লাহ চরম ক্ষমাশীল, পরমদয়ালু।" (বাক্বারা ২১৮)

*আল্লাহর যিকর লেখা আছে এমন কোন জিনিসকে নিয়ে অথবা ক্বুরআন কিংবা রাসূলুল্লাহ বা দ্বীনকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করো না এবং তা তুচ্ছ নগণ্য গণ্য করো না, যদিও তা রসিকতাচ্ছলে হয়। যেমন, দ্বীনের ইলম এবং আলেমদের সাথে দ্বীনের ইলম রাখার কারণে ঠাট্টা করা। অনুরূপ ভাল কাজের আদেশ ও মন্দ কাজের নিষেধ প্রদানের কাজের সাথে এবং এ কাজ যারা করে, তাদের সাথে আদেশ দেওয়ার ও নিষেধ প্রদানের কারণে বিদ্রূপ করা। এইভাবে দ্বীনের আরো অন্যান্য বিধি-বিধান ও নিদর্শনসমূহকে নিয়ে ঠাট্টা করা। যেমন, দাড়ি, মেসওয়াক ইত্যাদিকে নিয়ে ঠাট্রা করা। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ* لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ﴾ (التوبة: ٦٥-٦٦)

"আর যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস কর, তাহলে তারা নিশ্চয় বলবে যে, আমরা তো শুধু আলাপ-আলোচনা ও হাসি-তামাশা করছিলাম। তুমি বলে দাও, তোমরা কি আল্লাহ, তাঁর আয়াতসমূহ এবং রাসূলকে নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করছিলে? তোমরা এখন (বাজে) ওজর পেশ করো না, তোমরা তো নিজেদের ঈমান প্রকাশ করার পর কুফরী করেছ।" (তাওবা ৬৫-৬৬)

*এমন লোকের সাথে বসো না, যে আল্লাহর আয়াতসমূহ নিয়ে কৌতুক, অস্বীকৃতি জ্ঞাপন এবং বিদ্রূপ করে। তবে তাকে (দ্বীনের) দাওয়াত দেওয়া এবং তার বাতিলের বর্ণনা এবং তাকে সতর্ক করার জন্য তার সাথে বসা যেতে পারে। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذاً مِثْلُهُمْ إِنَّ اللهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعاً﴾ [النساء:١٤٠]

"আর তিনি কিতাবে তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করেছেন যে, তোমরা যখন শুনবে আল্লাহর কোনো আয়াতকে প্রত্যাখ্যান করা হচ্ছে এবং তা নিয়ে বিদ্রূপ করা হচ্ছে, তখন যে পর্যন্ত তারা অন্য প্রসঙ্গে লিপ্ত না হয়, তোমরা তাদের সাথে বসো না; নচেৎ তোমরাও তাদের মত হয়ে যাবে। নিশ্চয় আল্লাহ কপট ও অবিশ্বাসী সকলকেই জাহান্নামে একত্র করবেন।"

*মহান আল্লাহর নাজিল করা বিধান ছাড়া বিচার-ফয়সালা করো না বা এই মনে করো না যে, তাঁর বিধানে জুলুম-অত্যাচার কিংবা বাড়াবাড়ি ও কঠোরতা রয়েছে, অথবা তা অসম্পূর্ণ কিংবা অন্য বিধান তাঁর বিধানের চেয়ে উত্তম, বা তার সমান এবং এই বিধান মানুষের জন্য বেশী ভাল অথবা তাঁর বিধান যুগোপযোগী নয়, এ রকম মনে করলে আল্লাহর সাথে কুফরী করা হবে এবং তা দ্বীন বহিষ্কার করে দেব। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾ [المائدة: ٤٤]

"যারা আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুসারে যারা বিচার-ফয়সালা করে না, তারাই কাফের।" (সূরা মায়েদা ৪৪)

*কিতাব অথবা রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর মাধ্যমে যা আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে, তার কোনো কিছুর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করো না। যেমন, বহু বিবাহ, সূদ হারাম হওয়া এবং যাকাত ওয়াজিব ইত্যাদি বিধানের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْساً لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ اللهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ﴾ [محمد:٨-٩]

"আর যারা কাফের, তাদের জন্য আছে দুর্গতি এবং তিনি তাদের কর্ম বিনষ্ট করে দিবেন। এটা এ জন্যে যে, আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, তারা তা পছন্দ করে না। সুতনাং আল্লাহ তাদের কর্মসমূহ নিস্ফল করে দিবেন।" (সূরা মুহাম্মাদ ৮-৯)

*আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশাবলীর ব্যাপারে মনে কোন সংকীর্ণতা অনুভব করো না। কারণ, তোমার ঈমান ততক্ষণ পর্যন্ত পরিপূর্ণ বিবেচিত হবে না, যতক্ষণ না তোমার প্রবৃত্তি সেই জিনিসের অনুগত হয়ে যাবে, যা মুহাম্মাদ-ﷺ-তাঁর প্রতিপালকের কাছ থেকে নিয়ে এসেছেন। তুমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশের অনুগত হয়ে যাও। আল্লাহ বলেন,

﴿فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً﴾ [النساء:٦٥]

"কিন্তু না, তোমার প্রতিপালকের শপথ! তারা মু'মিন হতে পারবে না; যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তাদের নিজেদের বিবাদ-বিসম্বাদের বিচারভার তোমার উপর অর্পণ না করে, অতঃপর তোমার সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে তাদের মনে কোনো দ্বিধা না থাকে এবং সর্বান্তঃকরণে তা মেনে নেয়।" (নিসা ৬৫)

*আল্লাহর হালালকৃত জিনিসকে হারাম এবং হারামকৃত জিনিসকে হালাল করো না। আর দ্বীনের স্পষ্ট সূত্রে জানা কোন বিধানের অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করো না। যেমন, মদ হারাম ও নামায ওয়াজি হওয়ার ব্যাপরে। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَلا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ لا يُفْلِحُونَ﴾ [النحل:١١٦]

"কোনো জিনিসকে মুখে মিথ্যা করে বলে দিও না যে এটা হলালা আর এটা হারাম। এতে আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করবে। আর যে

আল্লাহন উপর মিথ্যা আরোপ করবে, তারা সফলকাম হবে না।" (সূরা নাহল ১১৬)

*হালাল জিনিসকে হারাম এবং হারাম জিনিসকে হালাল করার ব্যাপারে কোনো সৃষ্টির অনুসরণ করো না। কারণ, এটা তো কেবল আল্লাহরই কাজ। সুতরাং হালাল হল তা-ই, যা আল্লাহ হালাল করেছেন এবং হারাম হল তা-ই, যা আল্লাহ হারাম করেছেন। আর দ্বীন হল সেটাই, যার স্বীকৃতি দিয়েছেন আল্লাহ। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللهِ ﴾ [التوبة: ٣١]

"তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাদের পণ্ডিত-পুরোহিতদেরকে প্রভু বানিয়ে নিয়েছে।" (সূরা তাওবা ৩১)

আদী ইবনে হাতেম-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী-ﷺ-এর নিকট এলাম, আর তখন আমার গলায় ঝুলছিল সোনার ক্রুশ। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ-ﷺ-কে এই আয়াতটি পড়তে শুনলাম, যার অর্থঃ "তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাদের পণ্ডিত-পুরোহিতদেরকে প্রভু বানিয়ে নিয়েছে।" তিনি বলেন, আমি তখন বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! তারা তো ওদের ইবাদত করতো না। তিনি-ﷺ-বললেন, হ্যাঁ, কিন্তু তারা যখন আল্লাহর হারাম করা জিনিসকে তাদের জন্য হালাল করত, তখন তারাও তা হালাল মনে করত এবং আল্লাহর হালাল করা জিনিসকে যখন তাদের জন্য হারাম করত, তখন তারাও তা হারাম মনে করত। আর এটাই হল ওদের ইবাদত করা।" (তিরমিযী ৩০৯৫ আল্লামা আলবানী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।

*ইসলাম ও মুসলিমদের অবনতিতে এবং শির্ক ও মুশরিকদের উন্নতিতে আনন্দ হয়ো না। তাতে তা দ্বীনের ব্যাপারে হোক অথবা দুনিয়ার ব্যাপারে। মহান আল্লাহ মুনাফেকদের সম্পর্কে বলেন,

﴿إِنْ تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ﴾ [التوبة:٥٠]

"তোমার কোনো কল্যাণ হলে তারা মন্দবোধ করে এবং কোনো বিপদ উপস্থিত হলে তারা বলে, আমরা পূর্ব থেকেই নিজেদের কাজ সামলে নিয়েছি এবং ফিরে যায় উল্লসিত মনে।" (সূরা তাওবা ৫০)

*কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করো না, (ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে) তাদের সাহায্য করো না, তাদেরকে ভালবেসো না, সম্পদ, মর্যাদা এবং পরামর্শ ও শারীরিক কোনোভাবেই তাদের দ্বীনের সহযোগিতা করো না। যাতে তুমি তাদেরই দলভুক্ত না হয়ে যাও এবং ফলে তাদেরই সাথে যেন তোমার হাশর না হয়। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ﴾ [الممتحنة: ١]

"হে মু'মিনগণ! তোমরা আমার ও তোমাদের শত্রুদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তোমরা তাদের প্রতি বন্ধুত্বের বার্তা পাঠাও।" (সূরা মুমতাহিনা ১)

*কাফেরদের সাদৃশ্য গ্রহণ করো না। না তাদের ধর্মীয় কোন ব্যাপারে, আর না তাদের এমন বিশেষ বৈশিষ্ট্যসমূহে, যার দ্বারা তারা অন্যদের থেকে পৃথক গণ্য হয়।

عَنْ ابْنِ عُمَرَ -ﷺ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -ﷺ- ((مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ))

[رواه أبوداود]

ইবনে উমার-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "যে ব্যক্তি কোনো জাতির সাদৃশ্য গ্রহণ করবে, সে তাদেরই একজন গণ্য হবে।" (সহীহ সুনানে আবূ দাউদ ৩৪০১)

*তুমি তোমার দ্বীনের মধ্যে অপমানকর জিনিস মেনে নিও না। কাজেই (দ্বীনের ব্যাপারে) নমনীয়তা প্রদর্শন করো না এবং মনমারা হয়ো না ও দুঃখও করো না। কারণ, ইজ্জত ও সম্মান তো আল্লাহর জন্য, তাঁর রাসূলের জন্য এবং মু'মিনদের জন্য। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

﴿وَلا تَهِنُوا وَلا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [آل عمران:١٣٩]

"তোমরা মনমারা হয়ো না এবং দুঃখ করো না। যদি তোমরা মু'মিন হও, তবে তোমরাই জয়ী হবে।" (সূরা আল-ইমরান ১৩৯)

*মুশরিকদের কুফরীর ব্যাপারে সন্দেহ করো না এবং তাদের ধর্মের সত্যায়ন করো না। অনুরূপ তাদের নিয়ম-নীতির সাহায্য করো না এবং তাদের হয়ে প্রতিবাদ করো না। যাতে তুমি তাদেরই দলভুক্ত না হয়ে যাও। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلاً، أُولَئِكَ الَّذِينَ

لَعَنَهُمُ اللهُ وَمَنْ يَلْعَنِ اللهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيراً﴾ [النساء:٥١-٥٢]

"তুমি কি তাদেরকে দেখনি, যাদেরকে কিতাবের এক অংশ দেওয়া হয়েছিল? তারা জিবত (শয়তান, শির্ক, যাদু প্রভৃতি) ও তাগূত (বাতিল উপাস্যে) বিশ্বাস করে এবং অবিশ্বাসী (কাফের)দের সম্বন্ধে বলে যে, এদের পথ মু'মিনদের অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর। এরাই তো তারা, যাদেরকে আল্লাহ অভিসম্পাত করেছেন। আর আল্লাহ যাকে অভিসম্পাত করেন, তুমি কখনো তার জন্য কোনো সাহায্যকারী পাবে না।" (নিসা ৫১-৫২)

*কাফেরদের ধর্মীয় উৎসব ও অনুষ্ঠানে তুমি অংশ গ্রহণ করো না অথবা এ উপলক্ষ্যে তাদেরকে অভিনন্দন জানাইও না এবং এ ব্যাপারে তাদের কোনো সহযোগিতাও করো না। এ রকম করলে তা হবে তোমার পক্ষ থেকে তাদের স্বীকৃতি জ্ঞাপন। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ﴾ [التوبة:١٢٣]

"হে ঈমানদারগণ! ঐ অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর যারা তোমাদের আশেপাশে অবস্থান করে এবং তারা যেন তোমাদের মধ্যে কঠোরতা পায়। আর জেনে রেখো যে, আল্লাহ পরহেযগার (সাবধানী)দের সাথে থাকেন।" (সূরা তাওবা ১২৩)

*মহান আল্লাহর দ্বীন থেকে মুখ ফিরিয়ে নিও না, বরং দ্বীনের শিক্ষা গ্রহণ কর এবং সেই অনুযায়ী আমল কর।

﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ﴾ [السجدة:٢٢]

"যে ব্যক্তিকে তার প্রতিপালকের আয়াতসমূহের দ্বারা উপদেশ দান করা হয়, অতঃপর সে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তার চেয়ে বড় জালেম আর কে? আমি অবশ্যই অপরাধীদেরকে শাস্তি দিবো।" (সাজদা ২২)

*জাদু-বিদ্যা সম্মর্কীয় কোনো কার্যকলাপে লিপ্ত হয়ো না। কারণ, তা হল শয়তানী কার্যকলাপের অন্তর্ভুক্ত এবং তা কুফরী ও ঈমান পরিপন্থী।আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

﴿وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلا تَكْفُرْ﴾ [البقرة: ١٠٢]

"সুলাইমানের রাজত্বে শয়তানেরা যা আবৃত্তি করত, তারা তা অনুসরণ করত। অথচ সুলাইমান কুফরী করেননি বরং শয়তানেরাই কুফরী করেছিল তারা মানুষকে যাদু শিক্ষা দিত, যা বাবেল শহরে হারূত ও মারূত ফেরেশতা-দ্বয়ের উপর অবতীর্ণ করা হয়েছিল 'আমরা (হারূত ও মারূত) পরীক্ষাস্বরূপ। সুতরাং তোমরা কুফরী (সত্যপ্রত্যাখ্যান) করো না' এ কথা না বলে তারা (হারূত ও মারূত) কাউকেও শিক্ষা দিত না।" (সূরা বাক্বারা ১০২)

*কোন গণক, ভেলকিবাজ, জাদুকর এবং জ্যোতিষীর কাছে যেও না। অনুরূপ তাদের কাছেও না, যারা মাটিতে রেখা টেনে অথবা হস্তরেখা

দেখে কিংবা কড়ি চালিয়ে ভবিষ্যৎবাণী করে।

عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ وَهِيَ حَفْصَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ((مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً)) [رواه مسلم ٢٢٣٠]

"নবী করীম-ﷺ-এর কোনো এক স্ত্রী-আর তিনি হলেন হাফসা রাযী আল্লাহু আনহা-নবী করীম-ﷺ-থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি-ﷺ-বলেছেন, "যে ব্যক্তি গণকের কাছে এসে কোনো কিছু জিজ্ঞাসা করবে, চল্লিশ রাত পর্যন্ত তার নামায গৃহীত হবে না।" (মুসলিম ২২৩০)

*কোনো গণকের অথবা গায়েবী জ্ঞানের দাবীদারের সত্যায়ন করো না। কেননা, তাদের কাছে আসা ও তাদের সত্যায়ন করা হল, খায়রুল বাশার (সর্ব শ্রেষ্ঠ মানুষ মুহাম্মাদ)-ﷺ-এর প্রতি নাজিল করা অহীর সাথে কুফরী করা।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنْ النَّبِيِّ ﷺقَالَ: ((مَنْ أَتَى كَاهِنًا أَوْ عَرَّافًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ)) [صحيح سنن أبي داود ٣٩٠٤]

আবূ হুরাইরা নবী করীম-ﷺ-থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, "যে ব্যক্তি গণকের কাছে এল এবং তার কথার সত্যায়ন করল, সে সেই জিনিসের সাথে কুফরি করল যা মুহাম্মাদ-ﷺ-এর উপর অবতীর্ণ করা হয়েছে।" (সহীহ সুনানে আবূ দাউদ ৩৯০৪)

*তারকারাজির মাধ্যমে বৃষ্টি কামনা করো না এবং গ্রহনক্ষত্রাদির প্রতি আস্থাবান হয়ো না।

عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيَّ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺقَالَ: ((أَرْبَعٌ فِي أُمَّتِي مِنْ أَمْرِ الجَاهِلِيَّةِ لَا يَتْرُكُونَهُنَّ: الْفَخْرُ فِي الْأَحْسَابِ، وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ، وَالْاسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُومِ، وَالنِّيَاحَةُ)) [رواه مسلم ٩٣٤]

আবূ মালিক আশআরী থেকে বর্ণিত, নবী করীম-ﷺ-বলেছেন, "জাহে-লিয়াতের চারটি স্বভাব আমার উম্মতের মধ্যে বিদ্যমান (একনও) রয়েছ তা তারা ত্যাগ করেনি। (আর তা হল,) আভিজাত্য নিয়ে গর্ব করা, বংশে খোঁটা দেওয়া, নক্ষত্রের মাধ্যমে বৃষ্টি কামনা করা এবং মাতম ও বিলাপ ক'রে রোদন করা।" (মুসলিম ৯৩৪)

*এ কথা বলো না যে, অমুক নক্ষত্রের ফলে আমাদের মাঝে বৃষ্টি হয়েছে। কেননা, এতে বৃষ্টির সম্পর্ক জোড়া হয় নক্ষত্রের সাথে।

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الجُهَنِي ﷺ قَالَ: صَلَّى لَنَا رَسُوْلُ الله ﷺ صَلاَةَ الصُّبْحِ بِالحُدَيْبِيَّةِ-عَلَى إِثْرِ سَمَاءٍ كَانَتْ مِنَ اللَّيْلَةِ-فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: ((هَلْ تَدْرُوْنَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟)) قَالُوا: اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: ((أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِيْ مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ، أَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِفَضْلِ الله وَرَحْمَتِهِ فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي كَافِرٌ بِالْكَوْكَبِ، وَأَمَّا مَنْ قَالَ بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي وَ مُؤْمِنٌ بِالْكُوْكَبِ)) [البخاري ٨٤٦ ومسلم ٧١]

যায়েদ ইবনে খালেদ জুহানী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হুদায়বিয়্যাতে রাতে বৃষ্টি হলে ফজরের নামাযের পর নবী করীম-ﷺ-সকলের দিকে সম্মুখ করে বসে বললেন "তোমরা জান কি, তোমাদের প্রতিপালক কি বলেন?" সকলে বলল, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই অধিক জানেন। বললেন, তিনি বলেন, "আমার বান্দাদের মধ্যে কিছু বান্দা মু'মিন (বিশ্বাসী) হয়ে ও কিছু কাফের (অবিশ্বাসী) হয়ে প্রভাত করেছে। যে ব্যক্তি বলেছে যে,

আল্লাহর অনুগ্রহ ও তাঁর দয়ায় আমাদের উপর বৃষ্টি হল, সে তো আমার প্রতি মু'মিন (বিশ্বাসী) ও নক্ষত্রের প্রতি কাফের (অবিশ্বাসী)। কিন্তু যে ব্যক্তি বলেছে যে, অমুক অমুক নক্ষত্রের ফলে আমাদের উপর বৃষ্টি হল, সে তো আমার প্রতি অবিশ্বাসী এবং নক্ষত্রের প্রতি বিশ্বাসী)।" (বুখারী ৮৪৬ মুসলিম৭১)

*কোনো জিনিসকে অশুভ ও কু-লক্ষণ মনে করো না। যেমন, পাখী, ব্যক্তি, নাম, মুখের কথা, স্থান, দুর্ঘটনা, সংখ্যা, রঙ, মাস এবং দিন ও সময় ইত্যাদি। কেননা, আল্লাহ ব্যতীত উপকার অপকার ও করার শক্তি কারো নেই। (রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ-رضي الله عنه-قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله ﷺ : ((لَا عَدْوَى وَلَا طِيَرَةَ وَلَا هَامَةَ وَلَا صَفَرَ وَلاَ نَوْءَ ولاَ غُوْلَ)) [رواه البخاري ومسلم ٥٧٧٦-٢٢٢٠]

আবূ হুরাইরা-رضي الله عنه-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "সংক্রামক কোন ব্যাধি নেই, অলক্ষণ-অশুভ, পেঁচার কোনো কুপ্রভাব এবং উদরাময়ের আশঙ্কার কোনো কারণ নেই এবং বৃষ্টি হওয়ার ব্যাপারে নক্ষত্রের কোনো প্রভাব নেই ও পিশাচ (এক প্রকার শয়তান) কাউকে ভ্রষ্ট করতে পারে না।" (বুখারী ৫৭৭৬-মুসলিম ২২২০)

*ভাগ্যকে মিথ্যা মনে করো না, তাতে তা ভালো হোক বা মন্দ। ভাগ্য হল সৃষ্টির মধ্যে আল্লাহর গোপন রহস্য। আর আল্লাহর এই সার্বভৌমত্বে তা-ই সংঘটিত হবে, যা তিনি নির্ধারিত করেছেন, যা তিনি চান এবং যা তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন ও সৃষ্টি করেছেন।

যায়েদ ইবনে সাবেত থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "যদি আল্লাহ আসমান ও জমিনবাসীদের শাস্তি দেন, তবে তিনি দিতে পারেন, আর এই শাস্তি দেওয়ার কারণে তিনি অত্যাচারী বিবেচিত হবেন না। আর তিনি যদি তাদের উপর রহম করেন, তবে তাঁর রহমই তাদের জন্য তাদের আমলের চেয়েও উত্তম হবে। তুমি যদি ওহুদ পাহাড় সমান সোনা আল্লাহর পথে ব্যয় করো, তবে তা ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তোমার পক্ষ হতে গ্রহণ করবেন না, যতক্ষণ না তুমি ভাগ্যের উপর ঈমান আনবে। আর জেনে রেখ, যে জিনিস (অপকার ও উপকারের) তোমার উপর আসার আছে, তা আসবেই এবং যা আসার নয়, তা আসবে না। এর বিপরীত বিশ্বাসের উপর তোমার মৃত্যু হলে, অবশ্যই তুমি জাহান্নামে প্রবেশ করবে।" (সহীহ সুনানে আবূ দাউদ ৩৯৩২, সহীহ সুনানে ইবনে মাজা ৭৭)

*আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত ভাগ্যে অসন্তুষ্ট হয়ো না। আর জেনে রেখ, যে জিনিস (অপকার ও উপকারের) তোমার উপর আসার থাকে, তা আসবেই এবং যা আসার থাকে না, তা আসবে না। অবশ্যই মহান আল্লাহ তাঁর নির্ধারণ ও ব্যবস্থাপনায় সুবিজ্ঞ।

عَنْ أَنَسٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : ((إِنَّ عِظَمَ الجَزَاءِ مَعَ عِظَمِ الْبَلَاءِ، وَإِنَّ اللهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ، فَمَنْ رَضِيَ، فَلَهُ الرِّضَا، وَمَنْ سَخِطَ، فَلَهُ السَّخَطُ)) [صحيح سنن الترمذي ١٩٥٤ وصحيح سنن ابن ماجة ٣٢٥٦]

আনাস থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "নিশ্চয় বিপদ যত বড় হয়, পুরস্কারও তত বড় হয়। আর আল্লাহ যখন কোনো জাতিকে ভালবাসেন, তখন তাদেরকে বিপদে ফেলে পরীক্ষা করেন। যে সন্তুষ্ট হয়, তার জন্যে রয়েছে (আল্লাহর) সন্তুষ্টি। আর যে অসন্তুষ্ট হয়, তার জন্যে রয়েছে (আল্লাহর) অসন্তুষ্টি।" (সহীহ সুনানে তিরমিযী ১৯৫৪, সহীহ সুনানে ইবনে মাজা ৩২৫৬)

*ভাগ্যকে অবাধ্যতা এবং দোষযুক্ত ও পাপের কাজের দলীল বানাও না। সুতরাং এ কথা বল না যে, আল্লাহ হেদায়াত দান করলে আমি মুত্তাক্বীদের অন্তর্ভুক্ত হতাম। বিপদাপদের বেলায় ভাগ্যকে দলীল হিসাবে গ্রহণ কর। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَى عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللهِ وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ* أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ*أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ* بَلَى قَدْ جَاءَتْكَ آيَاتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ*﴾ [الزمر:٥٦-٥٩]

"যাতে কাউকেও বলতে না হয়, 'হায়'! আল্লাহর প্রতি আমার কর্তব্যে আমি তো শৈথিল্য করেছি। আর অবশ্যই আমি ঠাট্টা-বিদ্রূপকারীদের একজন ছিলাম। অথবা কেউ না বলে, আল্লাহ আমাকে পথপ্রদর্শন করলে আমি তো অবশ্যই সাবধানীদের অন্তর্ভুক্ত হতাম। অথবা শাস্তি প্রত্যক্ষ করলে যেন কাকেও বলতে না হয়, 'হায়! যদি একবার পৃথিবীতে আমার

প্রত্যাবর্তন ঘটত, তাহলে আমি সৎকর্মপরায়ণ হতাম। অথবা কেউ না বলে, আল্লাহ আমাকে পথপ্রদর্শন করলে আমি তো অবশ্যই (আল্লাহ বলবেন,) প্রকৃত ব্যাপার তো এই যে, আমার নিদর্শনসমূহ তোমার নিকট এসেছিল; কিন্তু তুমি ঐগুলিকে মিথ্যা বলেছিলে এবং অহঙ্কার করেছিলে। আর তুমি ছিলে অবিশ্বাসীদের একজন।" (সূরা যুমার ৫৬-৫৯)

*এ কথা বলো না যে, আমি যদি এরূপ করতাম, তবে এ রকম হত।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ-ﷺ-قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ-ﷺ- ((احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِنْ بِاللهِ وَلَا تَعْجَزْ، وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا، وَلَكِنْ قُلْ: قَدَرَ اللهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَ، فَإِنَّ «لَوْ» تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ)) [مسلم]

আবূ হুরাইরা-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "তোমার কল্যাণকর বিষয়ের প্রতি যত্নবান হও। আল্লাহর নিকট সাহায্য কামনা কর এবং পারব না এমন মনে করো না। তোমার উপর কোনো বিপদ এলে বলো না যে, 'যদি আমি এই রকম করতাম, তাহলে এই রকম হত।' বরং বল, আল্লাহ যা ভাগ্যে লিখেছিলেন এবং যা চেয়েছেন, তা-ই হয়েছে। কারণ, 'যদি' শয়তানের কর্ম উদঘাটন করে।" (মুসলিম)

*কোনো কিছুর ব্যাপারে বলো না যে, আমি তা আগামী কাল করব 'ইনশা -আল্লাহ' বলা বাদ দিয়ে। মহান আল্লাহ বলেন

﴿ وَلا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَداً، إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللهُ﴾ [الكهف: ٢٣-٢٤]

“কখনই তুমি কোনো বিষয়ে বলো না যে, ‘আমি ওটা আগামীকাল করব। ইন শাআল্লাহ (আল্লাহ ইচ্ছা করলে) এই কথা না বলে” (কাহাফ ২৩-২৪)

*তুমি এমন জিনিসের আকাঙ্ক্ষা করো না, যা আল্লাহ অন্য ব্যক্তিকে দিয়ে তোমার উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। বরং তোমাকে আল্লাহ যা দিয়েছেন, তা-ই নিয়ে তুমি সন্তুষ্ট থাক। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَلا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيما﴾ [النساء:٣٢]

“যা দিয়ে আল্লাহ তোমাদের কাউকেও অন্য কারোর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন, তোমরা তার লালসা করো না। পুরুষগণ যা অর্জন করে, তা তাদের প্রাপ্য অংশ এবং নারীগণ যা অর্জন করে, তা তাদের প্রাপ্য অংশ। তোমরা আল্লাহর কাছে তাঁর অনুগ্রহ প্রার্থনা কর। নিশ্চয় আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ।” (সূরা নিসা ৩২)

*আল্লাহর নিয়ামতকে অস্বীকার ক’রে এবং গায়রুল্লাহর সাথে তার সম্পর্ক জুড়ে অথবা তাঁর নিয়ামতের যথাযথ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন না ক’রে কুফরী করো না। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ﴾

“যখন তোমাদের প্রতিপালক ঘোষণা করেছিলেন, তোমরা কৃতজ্ঞ হলে তোমাদেরকে অবশ্যই অধিক দান করব, আর অকৃতজ্ঞ হলে অবশ্যই আমার শাস্তি হবে কঠোর।” (সূরা ইবরাহীম ৭)

*গায়রুল্লাহর নামে শপথগ্রহণ করো না। যেমন, কা'বার, নবীর, মর্যাদা-সম্মানের, নিরাপত্তার, পবিত্রতার, কারো জীবনের অথবা কারো মাথায় হাত দিয়ে বা কারো অধিকারের দোহাই দিয়ে কসম খাওয়া ইত্যাদি।

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولُ الله ﷺ قَالَ: ((أَلَا إِنَّ اللهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِالله وَإِلَّا فَلْيَصْمُتْ)) [البخاري ومسلم ٦١٠٨-١٦٤٦]

ইবনে উমার-ﷺ-থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "শুনো, মহান আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের বাপ-দাদাদের নামে শপথ গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন। সুতরাং কেউ যদি (প্রয়োজনে) শপথ করতে চায়, তবে সে যেন আল্লাহর নামে শপথ করে। অন্যথায় সে যেন চুপ থাকে।" (বুখারী ৬১০৮-মুসলিম ১৬৪৬)

*আমানতের কসম খেও না।

عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ-ﷺ-قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله-ﷺ- ((مَنْ حَلَفَ بِالْأَمَانَةِ فَلَيْسَ مِنَّا)) [صحيح سنن أبي داود ٢٧٨٨]

বুরায়দা-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "যে আমানতের কসম খেল, সে আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়।" (সহীহ সুনানে আবূ দাউদ ২৭৮৮)

*অধিকহারে আল্লাহর নামে কসম খেও না। কারণ, এতে তোমার কাছে মহান আল্লাহর নাম ও তাঁর গুণাবলীর মান অতি সামান্য ও নগণ্য হয়ে যাবে। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ...﴾ [المائدة:٨٩]

"তোমরা তোমাদের শপথ রক্ষা কর---।" (সূরা মায়েদা ৮৯)

*যে তোমার জন্য আল্লাহর নামে শপথ করে, তার শপথকে প্রত্যাখান করো না, বরং মহান আল্লাহর সম্মানার্থে তার কসমকে মেনে নাও, তবে সে যদি অন্যায় অথবা এমন ব্যাপারে কসম খায়, যার উপর তোমার কোনো ক্ষমতা নেই, তার কথা ভিন্ন।

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلًا يَحْلِفُ بِأَبِيهِ، فَقَالَ ((لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، مَنْ حَلَفَ بِاللهِ فَلْيَصْدُقْ، وَمَنْ حُلِفَ لَهُ بِاللهِ فَلْيَرْضَ، وَمَنْ لَمْ يَرْضَ بِاللهِ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ)) [صحيح سنن ابن ماجة ١٧٠٨]

ইবনে উমারথে কে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম-ﷺ-এক ব্যক্তিকে তার বাপের নামে কসম খেতে শুনে বললেন, "তোমরা তোমাদের বাপ-দাদাদের নামে কসম খেও না। আর যে আল্লাহর নামে কসম খায়, সে যেন সত্য কসম খায়। আর যার জন্য আল্লাহর নামে কসম খাওয়া হয়, সে যেন তার কসম মেনে নেয়। কারণ, আল্লাহর নামে করা কসমকে যে মেনে নেয় না, তার সাথে আল্লাহর কোন সম্পর্ক থাকে না।" (সহীহ সুনানে ইবনে মাজাহ ১৭০৮)

*আল্লাহ প্রদত্ত কোনো জিনিসকে তাঁর কাছে বিরাট মনে করো না। কেননা, সৃষ্টির প্রয়োজনীয় কোনো জিনিস তাঁর উপর ভার সৃষ্টি করতে অথবা তাঁকে অপারগ করতে পারে না এবং তা পূরণ করার জন্য তাঁকে বাধ্যও করতে পারে না।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ-رضي الله عنه-عَنْ النَّبِيِّ-ﷺ-قَالَ: ((لَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ، ارْحَمْنِي إِنْ شِئْتَ، ارْزُقْنِي إِنْ شِئْتَ، وَلْيَعْزِمْ مَسْأَلَتَهُ إِنَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ لَا مُكْرِهُ لَهُ)) [البخاري ٧٤٧٧ ومسلم ٢٦٧٨]

আবূ হুরাইরা-رضي الله عنه-নবী করীম-ﷺ-থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তোমাদের কেউ এ ভাবে না বলে যে, 'হে আল্লাহ! তুমি যদি চাও, তাহলে আমাকে ক্ষমা কর। হে আল্লাহ! তুমি যদি চাও, তাহলে আমার প্রতি দয়া কর। 'হে আল্লাহ! তুমি যদি চাও, তাহলে আমাকে রুজী দাও। বরং সে যেন দৃঢ়চিত্তে প্রার্থনা করে। কারণ, তিনি যা চান, তা-ই করেন। তাঁকে কেউ বাধ্য করতে পারে না।" (বুখারী ৭৪৭৭-মুসলিম ২৬৭৮) অন্য এক বর্ণনায় এসেছে,

((وَلْيُعَظِّمْ الرَّغْبَةَ فَإِنَّ اللهَ لَا يَتَعَاظَمُهُ شَيْءٌ أَعْطَاهُ)) [مسلم ٢٦٧٩]

"বরং সে যেন দৃঢ়চিত্তে চায় এবং যেন বিরাট আগ্রহ প্রকাশ করে। কেননা, আল্লাহর দৃষ্টিতে প্রার্থিত বস্তু দান করা কোন বড় ব্যাপার নয়।" মুসলিম ২৬৭৯)

*কোনো পাপের কারণে কোনো মুসলিমকে কাফের মনে করো না, যদি সে পাপকে বৈধ মনে না করে।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ ((أَيُّمَا امْرِئٍ قَالَ لِأَخِيهِ يَا كَافِرُ، فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا، إِنْ كَانَ كَمَا قَالَ وَإِلَّا رَجَعَتْ عَلَيْهِ)) [البخاري ومسلم]

আবূ হুরাইরা-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "যখন কেউ তার ভাইকে কাফের বলে, তখন তা তাদের উভয়ের মধ্যে একজনের উপর বর্তায়। যা বলেছে, তা যদি সঠিক হয়, তো ভাল, নচেৎ তার ঐ কথা তার (যে বলেছে,) দিকেই ফিরে যায়।" (বুখারী মুসলিম)
*আল্লাহ তা'য়ালার উপর কসম খেয়ে কারো জান্নাতী ও জাহান্নামী হওয়ার ফয়সালা করো না। তবে তার কথা ভিন্ন, যার ব্যাপারে অহী এই ফায়সালা দিয়েছে।

((عَنْ جُنْدَب-ﷺ-أَنَّ رَسُولَ الله-ﷺ-حَدَّثَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ: وَالله لَا يَغْفِرُ اللهُ لِفُلَانٍ، وَإِنَّ اللهَ تَعَالَى قَالَ: مَنْ ذَا الَّذِي يَتَأَلَّى عَلَيَّ أَنْ لَا أَغْفِرَ لِفُلَانٍ؟ فَإِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لِفُلَانٍ وَأَحْبَطْتُ عَمَلَكَ)) [رواه مسلم ٢٦٢١]

জুন্দুব-ﷺ-থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "এক ব্যক্তি বলল, আল্লাহর কসম! আল্লাহ অমুক ব্যক্তিকে ক্ষমা করবেন না। আর মহান আল্লাহ বলেন, সে ব্যক্তি কে যে কসম খেয়ে বলে যে, আমি অমুককে ক্ষমা করবো না? আমি তাকে ক্ষমা করে দিলাম এবং তোমার আমলকে ব্যর্থ করে দিলাম।" (মুসলিম ২৬২১)
*রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর সাহাবাগণকে গালি দিও না। আল্লাহ তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট হোন এবং তাঁদেরই সাথে আমাদের হাশর করুন! আর তার প্রতি

অভিশাপ করুন, যে তাঁদের প্রতি অভিশাপ করে। তার প্রতি আল্লাহ গজব নাজিল করুন, যে তাঁদেরকে গালি দেয় অথবা তাঁদের কারো মান খাটো করে। কারণ, তাঁরা হলেন নবী ও রাসূলদের পর সর্ব শ্রেষ্ঠ মানুষ। মহান আল্লাহ স্বীয় জ্ঞান দ্বারা তাঁর রাসূলের সাথী হিসাবে তাঁদেরকে নির্বাচন করেছেন। (রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ-رضي الله عنه-قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ-ﷺ-: ((لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا أَدْرَكَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ)) [رواه البخاري ٣٦٧٣ ومسلم ٢٥٤٠]

আবূ হুরাইরা-رضي الله عنه-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "তোমরা আমার সাহাবীদেরকে গালি দিও না, তোমরা আমার সাহাবী-দেরকে গালি দিও না। সেই সত্তার শপথ! যাঁর হাতে আমার প্রাণ, তোমাদের কেউ যদি ওহুদ পাহাড় সমান সোনা ব্যয় করে, তবুও তাঁদের (নেকীর) এক মুদ্দ (৫৬০ গ্রাম), বরং অর্ধমুদ্দ সমপরিমাণেও পৌঁছাতে পারবে না।" (বুখারী ৩৬৭৩ -মুসলিম ২৫৪০)

*রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর পরিবারের নেক লোকদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করো না। কারণ, তাঁদের প্রতি ভালবাসা পোষণ করা দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত বিষয় এবং তাঁদের সম্মান করা আক্বীদাগত ব্যাপার। তবে তাঁদের প্রতি ভালো-বাসায় বাড়াবাড়ি এবং তাঁদের সম্মানে সীমালঙ্ঘন করা যাবে না। (রাসূলু-ল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,)

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدرِيِّ-ﷺ- قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ الله-ﷺ- ((وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَا يُبْغِضُنَا أَهْلَ الْبَيْتِ أَحَدٌ إِلاَّ أَدْخَلَهُ اللهُ النَّارَ)) [الحاكم وابن حبان]

আবূ সাঈদ খুদরী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "সই সত্তার শপথ, যার হাতে আমার প্রাণ, আমার আহলে-বায়তের প্রতি যে ব্যক্তি বিদ্বেষ পোষণ করে, তাকে আল্লাহ জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন।" (হাকেম, ইবনে হিব্বান, সিলসিলা সাহীহা ২৪৮৮)

*অকাট্য প্রমাণ ছাড়া কোনো মুসলিম ব্যক্তিকে ফাসেক্ব বল না।

عَنْ أَبِي ذَرٍّ-ﷺ-أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ-ﷺ- يَقُولُ: ((لَا يَرْمِي رَجُلٌ رَجُلًا بِالْفُسُوقِ، وَلَا يَرْمِيهِ بِالْكُفْرِ، إِلَّا ارْتَدَّتْ عَلَيْهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبُهُ كَذَلِكَ)) [رواه البخاري]

আবূ যার-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি নবী করীম-ﷺ-কে বলতে শুনেছেন, তিনি বলেছেন, "কোনো ব্যক্তি যেন অন্য কোনো ব্যক্তিকে ফাসেক্ব এবং কাফের না বলে। কেননা, সে যদি প্রকৃতই তা না হয়ে থাকে, তবে এই অপবাদ তার নিজের ঘাড়ে চাপবে।" (বুখারী ৬০৪৫)

*কোনো মুসলিমকে 'আল্লাহর দুশমন' বলো না।

عَنْ أَبِي ذَرٍّ-ﷺ-أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله-ﷺ-يَقُولُ: ((لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ ادَّعَى لِغَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُهُ إِلَّا كَفَرَ، وَمَنْ ادَّعَى مَا لَيْسَ لَهُ فَلَيْسَ مِنَّا وَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ، وَمَنْ دَعَا رَجُلًا بِالْكُفْرِ أَوْ قَالَ: عَدُوَّ الله، وَلَيْسَ كَذَلِكَ إِلَّا حَارَ عَلَيْهِ))

আবূ-ﷺ-যার থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ-ﷺ-কে বলতে শুনেছেন, তিনি বলেছেন, "জেনে-শুনে যে ব্যক্তি অপর বাপকে বাপ বলে, সে কুফূরি করে। আর যে নিজেকে এমন বংশের বলে দাবী করে যে বংশের সে নয়, তার আমাদের সাথে কোনই সম্পর্ক নেই এবং সে যেন তার ঠিকানা জাহান্নামে বানিয়ে নেয়। আর যে কোন ব্যক্তিকে কাফের বলে অথবা আল্লাহর দুশমন বলে অথচ সে এ রকম নয়, তবে তা তারই উপর বর্তায়।" (মুসলিম ৬১)

*যদি এ রকম হয়, তবে আমি ইসলাম হতে সম্পর্কহীন, এ কথা বলো না। অনুরূপ মানুষের এই ধরনের বলাও ঠিক নয় যে, এ রকম হলে, আমি ইয়াহুদী অথবা খ্রীষ্টান।

عَنْ بُرَيْدَةَ-ﷺ-قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ-ﷺ- ((مَنْ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْ الْإِسْلَامِ، فَإِنْ كَانَ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ، وَإِنْ كَانَ صَادِقًا لَمْ يَعُدْ إِلَى الْإِسْلَامِ سَالِمًا)) [صحيح سنن النسائي وصحيح سنن ابن ماجة ٣٥٣٢-١٧٠٧]

বুরাইদা-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "যে বলল, আমি ইসলাম হতে সম্পর্কহীন, সে যদি তার কথায় মিথ্যাবাদী হয়, তবে সে তা-ই যা সে বলেছে, নচেৎ যদি সে তার কথায় সত্যবাদী হয়, তাহলে সে নিখুঁতভাবে ইসলামে ফিরে আসবে না।" (সহীহ সুনানে নাসায়ী ৩৫৩২, সহীহ সুনানে ইবনে মাজা ১৭০৭)

*কোনো কাফের অথবা মুনাফেক্ব কিংবা ফাসেক্ব বা যে তার পাপের

কথা প্রকাশ করে বেড়ায় এমন ব্যক্তিকে সায়্যেদ (তথা সম্মান সূচক শব্দ যেমন, জনাব, মাহাদয় বা স্যার ইত্যাদি) বলো না।

عَنْ بُرَيْدَةَ-ﷺ-قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله-ﷺ-: ((لَا تَقُولُوا لِلْمُنَافِقِ سَيِّدٌ فَإِنَّهُ إِنْ يَكُ سَيِّدًا فَقَدْ أَسْخَطْتُمْ رَبَّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ)) [صحيح سنن أبي داود ٤١٦٣ و صحيح الأدب المفرد ٧٦٠]

বুরাইদা-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম-ﷺ-বলেছেন, "তোমরা মুনাফেক্বকে সায়্যেদ (তথা সম্মান সূচক শব্দ যেমন, জনাব, মাহাদয় বা স্যার ইত্যাদি) বলো না। কারণ, সে যদি তোমাদের সায়্যেদ হয়, তাহলে তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে অসন্তুষ্ট করবে।" (সহীহ সুনানে আবূ দাউদ ৪১৬৩, সহীহ আদাবুল মুফরাদ ৭৬০)

*আল্লাহর দ্বীনে নতুন কোনো কিছু উদ্ভাবন করো না। কারণ, ইবাদতের মূল হল, না করা, যতক্ষণ না (করার ব্যাপারে) কুরআন ও সহীহ হাদীসে শরীয়তের দলীল থাকবে। বিদআত করো না, বরং (কিতাব ও সুন্নতের) অনুসরণ করাই তোমার জন্য যথেষ্ট হবে। মুহাম্মাদ-ﷺ-এর শিক্ষাই হল তোমার জন্য যথেষ্ট। আর তা হল সর্বোত্তম শিক্ষা। আর (দ্বীনে) প্রত্যেক নব উদ্ভাবিত জিনিসই হল বিদআত। প্রত্যেক বিদআতই হল ভ্রষ্ট এবং প্রত্যেক ভ্রষ্টের ঠিকানা হল, জাহান্নাম।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ((مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ)) [البخاري ومسلم٢٦٩٧-١٧١٨]

আয়েশা-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "যে ব্যক্তি আমাদের দ্বীনে নতুন কিছু উদ্ভিবন করে যা দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত নয়, তার সে কাজ প্রত্যাখ্যাত হয়।" (বুখারী ২৬৯৭-মুসলিম ১৭১৮)

*মহান আল্লাহর দ্বীনে মন্দ কাজের প্রচলন করো না। কেননা, এ কাজ করলে তার পাপ কিয়ামত পর্যন্ত তোমার উপর চাপবে এবং যে এই মন্দ কাজ করবে, তার পাপও তোমার উপর চাপবে।

عَنْ جَرِيرٍ -ﷺ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -ﷺ- ((مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ، كُتِبَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ، وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ، كُتِبَ عَلَيْهِ مِثْلُ وِزْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ)) [مسلم ١٠١٧]

জারীর-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "যে ব্যক্তি ইসলামে কোন ভালো (প্রমাণিত) সুন্নতকে চালু করে, আর সে সুন্নতের উপর আমল করাও আরম্ভ হয়ে যায়, তার জন্য (বা তার নেকীর খাতায়) আমলকারীদের ন্যায় নেকী লিখে দেওয়া হয়, তবে আমলকারী-দের নেকী থেকে কোনো কিছু কম করা হয় না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি ইসলামে কোনো মন্দ কাজ চালু করে এবং পরে সেই কাজের উপর আমল করা শুরু হয়ে যায়, তার উপর আমলকারীদের ন্যায় গুনাহ চাপানো হয়, তবে আমলকারীদের পাপগুলো থেকে কিছু কম করা হয় না।" (মুসলিম ১০১৭)

*ক্বুরআনুল কারীম এবং পবিত্র সুন্নাহের সাথে জ্ঞান ছাড়াই কেবল তোমার মতের আলোকে ঝগড়া করো না এবং সাব্যস্তকারী কোনো ভিত্তি ও সালাফদের উক্তি ব্যতীত ক্বুরআন ও হাদীসের কোন বিশেষ অর্থ বর্ণনা করো না।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ-ﷺ-عَنْ النَّبِيِّ-ﷺ-قَالَ: ((الْمِرَاءُ فِي الْقُرْآنِ كُفْرٌ)) [صحيح سنن أبي داود ٣٨٤٧]

আবূ হুরাইরা-ﷺ-নবী করীম-ﷺ-থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, "কুরআনের ব্যাপারে ঝগড়া করা কুফরী।" (সহীহ সুনানে আবূ দাউদ)

*এমন জিনিসের পিছনে পড়ো না যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই। কারণ, এতে তুমি আল্লাহর ব্যাপারে এমন কথা বলে ফেলতে পার, যা যথাযথ নয়। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً﴾ [الاسراء:٣٦]

"যে বিষয়ে তোমার কোনো জ্ঞান নেই, তার পিছনে পড়ো না। নিশ্চয় কান, চোখ ও অন্তঃকরণ এদের প্রত্যেকটিই জিজ্ঞাসিত হবে।" (ইসরা ৩৬)

*আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করো না। কারণ, আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ তারাই করে, যারা ঈমান আনেনি। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

﴿وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوىً لِلْمُتَكَبِّرِينَ﴾ [الزمر:٦٠]

“যারা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে, কিয়ামতের দিন তুমি তাদের চেহারা কাল দেখবে। অহঙ্কারীদের আবাসস্থল জাহান্নাম নয় কি।” (যুমার ৬০)

*রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর প্রতি মিথ্যা আরোপ করো না। তাই এমন কোনো কথা ও কাজকে তাঁর নামে চালিয়ে দিও না, যা তিনি বলেননি বা করেননি।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ-رضي الله عنه-قَالَ: قَالَ النَّبِيِّ-ﷺ- ((مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ)) [البخاري ومسلم ١١٠-٣]

আবূ হুরাইরা-رضي الله عنه-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ বলেছেন, “যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার উপর মিথ্যা আরোপ করে, সে যেন তার ঠিকানা জাহান্নামে বানিয়ে নেয়।” (বুখারী ১১০-মুসলিম ৩)

*আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশের উপর অন্য কারো নির্দেশকে, মতকে, অথবা কথা ও জ্ঞানকে প্রাধান্য দিও না। কেননা, অগ্র ও পশ্চাতের সব ব্যাপার আল্লাহর হাতে। তিনি যা করেন, সে সম্পর্কে তিনি জিজ্ঞাসিত হবেন না, কিন্তু অন্যদের জিজ্ঞাসা করা হবে। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ [الحجرات:١]

“হে মু’মিনগণ! আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সামনে তোমরা কোনো বিষয়ে অগ্রণী হয়ো না। এবং আল্লাহকে ভয় করো, নিশ্চয় আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।” (সূরা হুজরাত ১)

*আল্লাহর দ্বীনের বিধি-বিধানের মধ্যে কেবল সেগুলিকেই তুমি নির্বাচন ক’রে গ্রহণ করো না, যা তোমার প্রবৃত্তির সাথে মিলে যায় বা যা তোমার

ইচ্ছার অনুবর্তী হয়। আর অবশিষ্টগুলি তোমার ইচ্ছার বিপরীত হওয়ার কারণে বর্জন করো না। কেননা, দ্বীন সামগ্রিক তা ভাগাভাগি হয় না। সুতরাং এমন যেন না হয় যে, কিতাবের কেবল কিছু অংশের উপর ঈমান আনেব এবং কিছু অংশকে অস্বীকার করবে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ﴾ [البقرة:٢٠٨]

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। অবশ্যই সে (শয়তান) তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।" (সূরা বাক্বারা ২০৮)

*মুহাম্মাদ-ﷺ-এর তাঁর প্রতিপালকের কাছ থেকে আনীত দ্বীনি কোনো বিষয়কে তোমার সীমিত বোধের অথবা প্রকৃত নয় এমন মতবাদের আলোকে প্রত্যাখ্যান করো না। কারণ, 'আক্বল' (জ্ঞান) ও 'নক্বল'-(দ্বীন)-এর মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। অনুরূপ দ্বীনের স্পষ্ট উক্তি এবং সুষ্ঠু বিবেকের মধ্যেও কোনো দ্বন্দ্ব নেই। যদি এ গুলির মধ্যে কোনো বিরোধ রয়েছে বলে মনে হয়, তবে 'নাক্বল' (দ্বীন)ই 'আক্বল' (জ্ঞান)-এর উপর প্রাধান্য পাবে। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ﴾ [الحج:٦٢]

“এ জন্যও যে, আল্লাহ; তিনিই সত্য এবং তারা তাঁর পরিবর্তে যাকে আহ্বান করে, তা নিঃসন্দেহে অসত্য। আর আল্লাহ; তিনিই তো সমুচ্চ, সুমহান।” (সূরা হাজ্জ ৬২)

*তুমি দ্বীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করো না। কাজেই নিজের উপর এমন (কোনো দ্বীনি) কাজ চাপিয়ে নিও না, যা করার ক্ষমতা তুমি রাখো না। অথবা এমন জিনিসের ইচ্ছা করো না, যার উপর তোমার কোনো শক্তি নেই। দ্বীন অতি সহজ। তাই দ্বীনের ব্যাপারে সহজ পন্থা অবলম্বন কর।

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ((إِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِي الدِّينِ، فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ الْغُلُوُّ فِي الدِّينِ)) [صحيح سنن النسائي]

ইবনে আব্বাস-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, “খবরদার! দ্বীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করো না। কারণ, দ্বীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করাটাই তোমাদের পূর্বের লোকদেরকে ধ্বংস করেছে।” (সহীহ সুনানে নাসায়ী ২৮৬৩)

*দ্বীনের ব্যাপারে কঠোরতা অবলম্বন ক’রে এবং তার সঠিক বাস্তবায়ন না ক’রে তার প্রতি মানুষের ঘৃণার সৃষ্টি করো না।

عَنْ أَبِي مُوسَى ﷺ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ إِذَا بَعَثَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِهِ فِي بَعْضِ أَمْرِهِ قَالَ: ((بَشِّرُوا وَلَا تُنَفِّرُوا وَيَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا)) [مسلم ١٧٣٢]

আবূ মুসা-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-তাঁর সাহাবীর মধ্য থেকে যখন কাউকে কোনো অভিযানে পাঠাতেন, তখন তাঁকে নসীহত

ক'রে বলতেন, "সুসংবাদ দিও, ঘৃণার জন্ম দিও না। সহজ পন্থা অবলম্বন কর, কঠোরতা অবলম্বন করো না।" (মুসলিম ১৭৩২)

*যুগকে গালি দিও না। কারণ, এতে সেই আল্লাহকে কষ্ট দেওয়া হয়, যিনি যুগকে সৃষ্টি করেছেন। তাকে অনুগতশাল বানিয়েছেন। আর তার মধ্যে সমস্ত ভাগ্য নির্ধারণ করেছেন ও তাতে কর্মের ক্ষেত্রসমূহের ব্যবস্থা করেছেন।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((لَا تَسُبُّوا الدَّهْرَ فَإِنَّ اللهَ هُوَ الدَّهْرُ)) [مسلم]

আবূ হুরাইরা-ﷺ-নবী করীম-ﷺ-থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, "যুগকে গালি দিও না, কারণ আল্লাহই তো যুগের বিবর্তনকারী।" (মুসলিম)

অন্য আর একটি বর্ণনায় এসেছে,

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ((قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ((يُؤْذِينِي ابْنُ آدَمَ يَسُبُّ الدَّهْرَ وَأَنَا الدَّهْرُ، بِيَدِي الْأَمْرُ أُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ)) [البخاري ٤٨٢٦]

"রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, আল্লাহ বলেন, "আদম সন্তান আমাকে কষ্ট দেয়। তারা যুগকে গালি দেয়, অথচ যুগের বিবর্তনকারী তো আমিই। আমার হাতেই সমস্ত ব্যাপার। আমিই দিন ও রাতের পরিবর্তন ঘটাই।" (বুখারী ৪৮২৬)

*মুশরিকদের উপাস্যদের গালি দিও না। যাতে তারা আল্লাহকে গালি না দেয়। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَلا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ فَيَسُبُّوا اللهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾

[الأنعام: ١٠٨]

“তারা আল্লাহকে ছেড়ে যাদেরকে আহ্বান করে, তাদেরকে তোমরা গালি দিবে না। কেননা, তারা বৈরীভাবে অজ্ঞানতাবশতঃ আল্লাহকেও গালি দিবে।” (সূরা আনআম ১০৮)

*জাহেলিয়্যাতের মত ডাক পেড়ো না। বংশ, দল, দেশ এবং জাতিগত পক্ষপাতিত্বের ভিত্তিতে ডাক পাড়ো না। কারণ, জাহেলী যুগের দলগুলোর সাথে ইসলাম সম্পর্ক ছিন্ন করেছে এবং জাতিগত বর্ণ-বৈষম্যের ভিত্তিতে ডাক-হাঁককে হারাম করেছে। রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, “সে আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়, যে পক্ষপাতিত্বের ডাক দেয়। সেও আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়, যে পক্ষপাতিত্বের ভিত্তিতে লড়াই করে এবং সেও আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়, যে পক্ষপাতিত্বের উপর মৃত্যু বরণ করে।” (সুনানে আবূ দাউদ, হাদীসটি দুর্বল)

*এই বিশ্বাস করো না যে, ইসলামের প্রসার সংকীর্ণ হয়ে পড়বে এবং তা (একদিন) ধ্বংস হয়ে যাবে। বরং আল্লাহর এই দ্বীন সাহায্য প্রাপ্ত দলের তুলে ধরার মাধ্যমে সব সময় প্রতিষ্ঠিত থাকবে। তাদের সঙ্গ ত্যাগকারীরা তাদের কোনো ক্ষতি সাধন করতে পারবে না। আর এ দ্বীন অবশ্যই সেখান পর্যন্ত পৌঁছে যাবে, যেখান পর্যন্ত পৌঁছেছে চাঁদ ও সূর্যের আলো। আল্লাহ তাঁর কাজে প্রবল। তাঁর মু’মিন বান্দাদের মধ্যে যে তাঁর সাহায্য করবে, তাকে তিনি অবশ্যই সাহায্য করবেন। আর সুপরিণাম তো আল্লাহভীরুদের জন্যই।

عَنْ ثَوْبَانَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ ﷺ : ((إِنَّ اللهَ زَوَى لِي الْأَرْضَ، فَرَأَيْتُ

مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا، وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا)) [مسلم]

সাওবান থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "অবশ্যই আল্লাহ আমার জন্য জমিনকে গুটিয়ে দেন। ফলে আমি তার পূর্বের ও পশ্চিমের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত দেখতে পায়। আর আমার উম্মতের রাজত্ব সে পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে, যে পর্যন্ত জমিনকে আমার জন্য গুটিয়ে দেওয়া হয়েছে।" (মুসলিম ২৮৮৯)

*এই বিশ্বাস রেখো না যে, ইসলামই হল মুসলিমদের অবনতি এবং তাদের অন্নোতির কারণ। বরং সত্যিকারে তাদের অবনতির ও অন্নোতির কারণ হল, দ্বীন থেকে তাদের দূরে সরে পড়া, তাদের প্রতিপালকের নিয়ম-নীতি পরিহার করা এবং শক্তি-সামর্থ্য ও নেতৃত্বদানের উপায়-উপকরণগুলো গ্রহণ না করা। আর এই উম্মতে কেবল সেই জিনিসের মাধ্যমেই সফল হতে পারে, যে জিনিসের মাধ্যমে সফল হয়েছিল এদের পূর্বের লোকেরা। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً يَعْبُدُونَنِي لا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئاً وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ [النور:٥٥]

"তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে, তাদেরকে আল্লাহ ওয়াদা দিয়েছেন যে, তাদেরকে অবশ্যই পৃথিবীতে শাসনকর্তৃত্ব

দান করবেন। যেমন তিনি শাসনকর্তৃত্ব দান করেছিলেন তাদের পূর্বেকার লোকদেরকে। আর অবশ্যই সুদৃঢ় করে দিবেন তাদের সেই দ্বীনকে, যা তিনি তাদের জন্য পছন্দ করেছেন এবং ভয়-ভীতির পরিবর্তে অবশ্যই তাদেরকে নিরাপত্তা দান করবেন। (তবে শর্ত হল,) তারা যেন আমার ইবাদত করে এবং আমার সাথে কোনো কিছুকে শরীক না করে। এরপর যারা অকৃতজ্ঞ হবে, তারাই অবাধ্য।" (সূরা নূর ৫৫)

*আল্লাহর ওলী, তাঁর দ্বীনের প্রতি আহ্বানকারী এবং তাঁর হয়ে প্রতিরোধকারী ও তাঁর সমর্থকদের হয়ে খণ্ডনকারীদের সাথে শত্রুতা পোষণ করো না।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((إِنَّ اللهَ قَالَ: مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالحَرْبِ...)) [البخاري ٦٥٠٢]

আবূ হুরাইরা-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "অবশ্যই আল্লাহ বলেন, যে ব্যক্তি আমার কোনো ওলীর সাথে শত্রুতা পোষণ করে, তার সাথে আমি যুদ্ধের ঘোষণা দিয়েছি।" (বুখারী ৬৫০২)

*আল্লাহর নেক বান্দাদের 'কারামাত' (শরিয়ত সম্মত অলৌকিক কর্মকাণ্ড কে অস্বীকার করো না। তবে শর্ত হল, তা যেন শরীয়ত অনুবর্তী হয়। সেই সাথে শয়তানের খেল-তামাশা থেকে এবং বিশ্ব প্রতিপালকের পক্ষ হতে প্রাপ্ত 'কারামাত'এর মধ্যে ও ফাসেক্ব, বিদআতী এবং দ্বীনের গণ্ডি থেকে বহির্ভূত ব্যক্তিদের প্রলুব্ধকারী জিনিসের মধ্যে মিশ্রিত করণের ব্যাপারে সতর্ক থাকাও ওয়াজিব। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿أَلا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللهِ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ [يونس:٦٢]

"মনে রেখ, যারা আল্লাহর ওলী, তাদের না কোনো ভয়-ভীতি আছে, না তারা চিন্তিত হবে।" (সূরা ইউনুস ৬২)

*তুমি তোমার অন্তরে কোনো মুসলিমের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ পোষণ করো না। তবে তার পাপকে ঘৃণা করা ওয়াজিব।

عَنْ أَنَسٍ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ((لَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا، وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ)) [البخاري-مسلم ٦٠٦٥-٢٥٦٣]

আনাস-ﷺ-থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "তোমরা একে অপরকে ঘৃণা করো না। আপসে বিদ্বেষ পোষণ করো না এবং পারস্পরিক সম্পর্ক ছিন্ন করো না। আল্লাহর বান্দারা! ভাই ভাই হয়ে থাক। কোন মুসলিমের জন্য তার কোনো মুসলিম ভাইকে তিন দিনের বেশী বিছিন্ন করে রাখা বৈধ নয়।" (বুখারী ৬০৬৫-মুসলিম ২৫৬৩)

*মুসলিমদের সাথে যুদ্ধ করো না এবং তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করো না। তবে বিদ্রোহ করার কারণে যদি তাদের সাথে যুদ্ধ করা নির্ধারিত হয়ে যায় এবং তাদের অনিষ্টকারিতা রোধ করার জন্য যুদ্ধ ছাড়া অন্য কোনো নিম্নপর্যায়ের উপায় না থাকে, এ মতাবস্থায় তাদের সাথে যুদ্ধ করা যাবে।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ((سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ

كُفْرٌ)) [البخاري ومسلم ٤٨-٦٤]

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেন, "মুসলিমকে গালি দেওয়া ফাসেকী কাজ এবং তার সাথে যুদ্ধ করা কুফরী।" (বুখারী ৪৮-মুসলিম ৬৪)

*মুসলিমদের দল ও তাদের ইমাম (নেতা, শাসক) থেকে পৃথক হয়ো না। কারণ, আল্লাহর হাত জামাআতের সাথে থাকে। দলবদ্ধ হয়ে থাকা রহমত এবং বিচ্ছিন্নতা হল আজাব।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: ((مَنْ خَرَجَ مِنْ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَمَاتَ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً)) البخاري ةمسلم ٧٠٥٤-١٨٤٨

আবূ হুরাইরা-ﷺ-নবী করীম-ﷺ-থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, "যে ব্যক্তি আনুগত্য থেকে বের হয়ে যায় এবং দল থেকে পৃথক হয়ে যায়, আর এই অবস্থায় তার যদি মৃত্যু হয়ে যায়, তবে সে মৃত্যু হবে জাহেলিয়্যাতের মৃত্যু।" (বুখারী ৭০৫৪-মুসলিম ১৮৪৮)

*মুসলিমদের শাসকের বিরুদ্ধে ততক্ষণ পর্যন্ত বিদ্রোহ ঘোষণা করো না অথবা কোনো ব্যাপারে তার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হয়ো না, যতক্ষণ না স্পষ্ট কুফরী দেখবে। আর এ কুফরী যেন কোনো বাজে অপব্যখ্যা অথবা অস্বীকারকারী অন্তরের ভিত্তিতে না হয়, বরং এ কুফরীর ব্যাপারে তোমার কাছে থাকতে হবে (শরীয়তের) অকাট্য দলীল। আর সেই সাথে কোনো ফ্যাসাদ ছাড়াই বিদ্রোহকে সামাল দেওয়ার মত শক্তিও থাকতে হবে।

عَنْ عُبَادَة بن الصامِتِ ﷺ قَالَ: ((بَايَعَنَا رَسُوْلَ الله ﷺ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي مَنْشَطِنَا، وَمَكْرَهِنَا، وَعُسْرِنَا، وَيُسْرِنَا، وَأَثَرَةٍ عَلَيْنَا، وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، قَالَ: إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنْ الله فِيهِ بُرْهَانٌ، وَعَلَى أَنْ نَقُولَ بِالحَقِّ حَيْثُمَا كُنَّا، لَا نَخَافُ فِي الله لَوْمَةَ لَائِمٍ)) [البخاري ومسلم]

উবাদা ইবনে সামিত বলেন, "আমরা রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর কাছে এই মর্মে বাইয়াত করলাম যে দুঃখে-সুখে আরামে ও কষ্টে এবং আমাদের উপর (অন্যকে) প্রাধান্য দেওয়ার অবস্থায় আমরা তাঁর আনুগত্য করবো। রাষ্ট্রনেতার বিরুদ্ধে তার নিকট থেকে ক্ষমতা কেড়ে নেওয়ার লড়াই করব না যতক্ষণ না তোমরা (তার মধ্যে) প্রকাশ্য কুফরী দেখ যে ব্যাপারে তোমাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে দলীল রয়েছে। আর আমরা সর্বদা সত্য কথা বলব এবং আল্লাহর ব্যাপারে কোনো নিন্দুকের নিন্দাকে ভয় করবো না।" (বুখারী ৭০৫৬-মুসলিম ১৭০৯)

*স্রষ্টার অবাধ্যে কোনো সৃষ্টির আনুগত্য করো না। কারণ, আনুগত্য শুধু ভাল কাজে হয়।

عَنْ عَبْدِ الله بن مَسْعُوْدٍ ﷺعَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى المَرْءِ المُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ، مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ)) [البخاري ومسلم ٧١٤٤-١٨٤٠]

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ-ﷺ-নবী করীম-ﷺ-থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি

বলেছেন, "মুসলিম ব্যক্তির দায়িত্ব হলো শোনা এবং আনুগত্য করা। যা সে পছন্দ করে, সে ব্যাপারেও এবং যা সে অপছন্দ করে, সে ব্যাপারেও। যতক্ষণ না তাকে অবাধ্যতা করার নির্দেশ দেওয়া হবে। যখন অবাধ্যতা করার নির্দেশ দেওয়া হবে, তখন শুনবেও না, আনুগত্যও করবে না। (বুখারী ৭১৪৪-মুসলিম ১৮৪০)

*তোমার আমলগুলি লোককে দেখানো অথবা শুনানোর জন্য করো না। কারণ, তারা তোমার হয়ে আল্লাহ কাছে কিছুই করতে পারবে না। বরং এটা (দেখানো) আমলকে নষ্ট করে দেবে এবং গুনাহ ওয়াজিব করবে ও নেকী বরবাদ করে দেবে। কেননা, মহান আল্লাহ আমলের মধ্যে কেবল সেই আমলকেই কবুল করেন, যে আমল তাঁরই সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে এবং শরীয়তের সঠিক পদ্ধতিতে সম্পাদিত হয়। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً وَلا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَداً﴾ [الكهف: ١١٠]

"যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের সাক্ষাৎ কামনা করে, সে যেন সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং তার প্রতিপালকের ইবাদতে কাউকে যেন শরীক না করে।" (সূরা কাহফ ১১০)

*লোক মহলে তুমি তোমার পাপকে প্রকাশ করো না। বরং আল্লাহ যেহেতু গোপন রাখেন, অতএব তুমিও গোপন রাখ এবং প্রত্যেক পদস্খলন ও

ত্রুটি থেকে তাঁর কাছে তাওবা কর। রাসূলুল্লাহ-ﷺ- বলেছেন,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ((كُلُّ أُمَّتِي مُعَافًى إِلَّا الْمُجَاهِرِينَ، وَإِنَّ مِنْ الْمُجَاهَرَةِ أَنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا، ثُمَّ يُصْبِحَ وَقَدْ سَتَرَهُ اللهُ عَلَيْهِ، فَيَقُولَ: يَا فُلَانُ، عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا، وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اللهِ عَنْهُ)) [البخاري ومسلم ٦٠٦٩-٢٩٩٠]

আবূ হুরাইরা-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ-ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, "পাপ প্রকাশকারী ব্যতীত আমার উম্মতের সকলকে ক্ষমা করা হবে। আর পাপ প্রকাশ করার মধ্যে এটাও আসে যে, কোনো ব্যক্তি রাতে কোন পাপ করে, যা আল্লাহ তার জন্য গোপন রাখেন, কিন্তু সে সকাল হলে বলে, হে অমুক! আমি আজ রাতে এই এই কাজ করেছি। অথচ সে রাত্রি অতিবাহিত করেছে এমন অবস্থায় যে, আল্লাহ তার পাপ গোপন রাখেছিলেন। কিন্তু সকালে সে তার উপর আল্লাহর আবৃত পর্দা খুলে ফেলে।" (বুখারী ৬০৬৯-মুসলিম ২৯৯০)
*আল্লাহকে তোমার প্রতি লক্ষ্য রাখার ব্যাপারে এবং তোমার সব কিছু জ্ঞাত থাকার ব্যাপারে নগণ্য ও তুচ্ছ মনে করো না। বরং তাঁকে লজ্জা করো। কেননা, তিনি প্রত্যেক ব্যাপারে জ্ঞাত।

সাওবান থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী করীম-ﷺ-বলেছেন, "আমি আমার উম্মতের এমন সম্প্রদায়দেরকে জানি, যারা কিয়ামতের দিন তিহামার সাদা পাহাড়ের সমান নেকী নিয়ে আগমন করবে, কিন্তু আল্লাহ

তাদের নেকীগুলোকে ধূলিকণার ন্যায় উড়িয়ে দিবেন।" সোওবান-ﷺ-বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! তাদের পরিচয় কি আমাদেরকে পরিষ্কার ক'রে বলুন! যাতে অজ্ঞতার কারণে যেন আমরা তাদের অন্তর্ভুক্ত না হয়ে যাই। তখন রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বললেন, "শোন, তারা তোমাদেরই ভাই এবং তোমাদেরই বংশের। তোমরা রাতে যেমন ইবাদত কর, তারাও তেমনি করবে, কিন্তু তারা এমন সম্প্রদায় যে, আল্লাহর হারাম করা কোনো জিনিসের সাথে নির্জনে হলে, সে হারাম কাজ তারা করে বসে।" (ইবনে মাজাহ ৩৪২৩)

*আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করে মানুষের সন্তুষ্টি কামনা করো না। বরং তুমি আল্লাহর বিষয়কে অন্যের বিষয়ের উপর প্রাধান্য দেবে। কারণ, আল্লাহ প্রত্যেক ব্যক্তি থেকে তোমাকে অমুখাপেক্ষী করে দিবেন। কিন্তু অন্য কেউ তোমাকে আল্লাহ থেকে অমুখাপেক্ষী করতে পারবে না।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ((مَنْ الْتَمَسَ رِضَا اللهِ بِسَخَطِ النَّاسِ كَفَاهُ اللهُ مُؤْنَةَ النَّاسِ، وَمَنْ الْتَمَسَ رِضَا النَّاسِ بِسَخَطِ اللهِ وَكَلَهُ اللهُ إِلَى النَّاسِ)) [صحيح سنن الترمذي ١٩٦٧]

আয়েশা (রাযীআল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "যে ব্যক্তি মানুষ অসন্তুষ্ট হলেও আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে, তার উপর আসা মানুষের আঘাতের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট হয়ে যান। কিন্তু যে আল্লাহকে অসন্তুষ্ট ক'রে মানুষের সন্তুষ্টি কামনা করে, তাকে আল্লাহ মানুষের উপর

নির্ভরশীল বানিয়ে দেন।" (সহীহ সুনানে তিরমিযী ১৯৬৭)

*পাপ কত ক্ষুদ্র সেদিকে লক্ষ্য করো না, বরং যাঁর অবাধ্যতা করছ, তিনি কত মহান সেদিকে লক্ষ্য কর। তিনি হলেন, বিশ্বের প্রতিপালক, মহান আল্লাহ। তিনি বলেন

﴿ مَا لَكُمْ لا تَرْجُونَ لله وَقَاراً﴾ [نوح:]

"তোমাদের কি হয়েছে যে, তোমরা আল্লাহর প্রভাব-প্রতিপত্তিকে ভয় করো না?" (সূরা নূহ ১৩)

*তোমার দুনিয়ার জীবনকেই সব কিছুর লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বানাও না। এটাই যেন তোমার বড় আশা এবং জ্ঞানের লক্ষ্য না হয়। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لا يُبْخَسُونَ* أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [هود:١٥-١٦]

"যারা শুধু পার্থিব জীবন ও তার সৌন্দর্য কামনা করে, আমি তাদেরকে তাদের কৃতকর্মসমূহ (এর ফল) পৃথিবীতেই পরিপূর্ণরূপে প্রদান করে দিই এবং সেখানে তাদের জন্য কিছুই কম করা হয় না, এরা এমন লোক যে, তাদের জন্য পরকালে জাহান্নাম ছাড়া আর কিছুই নেই, আর তারা যা কিছু করেছে, তা সবই পরকালে নিষ্ফল হবে এবং যা কিছু করে থাকে, তাও নিরর্থক হবে।" (সূরা হূদ ১৫-১৬)

*শেষ দিবসকে ভুলো না। তার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণের ব্যাপারে অবহেলা করো না। কারণ, তুমি মহান আল্লাহর কাছেই প্রত্যাবর্তন করবে। তাঁর কাছেই তুমি ফিরে যাবে, তাঁর সামনেই তুমি দাঁড়াবে। তিনি অবশ্যই

তোমাকে জিজ্ঞাসা করবেন প্রত্যেক ছোট-বড় এবং মহান ও ক্ষুদ্র সব জিনিস সম্পর্কে। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [الحجر:٩٢]

"সুতরাং তোমার প্রতিপালকের শপথ! আমি তাদের সকলকে প্রশ্ন করবই। সেই বিষয়ে যা তারা করতো।" (সূরা হিজর ৯২-৯৩)

ভাই সকল!

﴿وَاتَّقُوا يَوْماً تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ﴾ [البقرة:٢٨١]

"ঐ দিনকে ভয় কর, যেদিন তোমরা আল্লাহর কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে। অতঃপর প্রত্যেকে তার কর্মের ফল পুরোপুরি পাবে এবং তাদের প্রতি কোনরূপ অবিচার করা হবে না।" (সূরা বাক্বারা ২৮১) আখেরাতের জন্য প্রস্তুতিগ্রহণ ও তার জন্য পাথেয় সঞ্চয় কর।

﴿وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى﴾ [البقرة: ١٩٧]

"আর তোমরা পাথেয় সাথে নিয়ে নাও। নিঃসন্দেহে সর্বোত্তম পাথেয় হচ্ছে আল্লাহরভীরুতা।" (সূরা বাক্বরা ১৯৭)

পরিশিষ্ট

এখন আমরা কিতাবের শেষাংশে যা বড় তাড়াহুড়া ও দ্রুততার সাথে কয়েকটি মুহূর্তে সংকলিত হয়েছে এবং যাতে আক্বীদা ও তাওহীদগত

কিছু দিক আলোচনা করা হয়েছে। যত্ন নিয়েছি ভাষাকে সাবলীল করার, ভাব-ভঙ্গিমা সুন্দর করার এবং পরিবেশন সহজ করার। তার অন্তরকে আল্লাহ আনন্দে ভরে দিন, যাকে আল্লাহ এ কিতাব দেখার, তা পড়ার, তাতে আলোচিত বিষয়ের প্রতি দাওয়াত দেওয়ার এবং তার মুদ্রণে সাহায্য করার সৌভাগ্য দান করেছেন।

বইটিতে সত্য ও সঠিক যা কিছু আলোচিত হয়েছে, তা সবই মহান আল্লাহর পক্ষ হতে। তিনিই সেদিকের পথ প্রদর্শনকারী এবং তিনিই তার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার তাওফীক্ব দানকারী। আর এতে ভুল-চুক কিছু হয়ে থাকলে, তা আমার ও শয়তানের পক্ষ হতে। আল্লাহ তা থেকে পবিত্র এবং তাঁর রাসূল তা থেকে মুক্ত। আমি আমার প্রতিপালকের নিকট প্রত্যেক পাপ থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। সেই ব্যক্তির প্রতি আল্লাহ দয়া করুন, যে আমার দোষগুলো আমাকে হাদিয়া দেয়। আর যে আরো বেশি উপকারী জিনিস জানার আগ্রহ রাখে, তার কর্তব্য আলেমদের সেই গ্রন্থ-গুলির প্রতি প্রত্যাবর্তন করা, যা এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে লিখা হয়েছে এবং যেগুলির প্রয়োজন আমাদের পানাহার ও প্রাণের চেয়েও বেশ। প্রয়োজন হবেই না বা কেন, তার ফল তো হল সেই জান্নাত, যার প্রশস্ততা হল আসমান ও জমিন বরাবর। তাতে আছে এমন চিরন্তন নিয়ামত ও অসংখ্য কল্যাণ, যা চিন্তাই করা যায় না এবং কল্পনায় আয়ত্ত করা যায় না। আল্লাহর পক্ষ থেকে তা হবে অনুগ্রহ ও দয়া। এর বিপরীতে থাকবে চিরস্থায়ী দুর্ভাগ্য এবং প্রজ্বলিত আগুনের চিরন্তন আজাব। যে আগুনে

নিতান্ত হতভাগা ব্যক্তিই প্রবেশ করবে। আর তা হবে আল্লাহর ন্যায় বিচার ও তাঁর কৌশলের ভিত্তিতে।

আল্লাহর কাছে তাঁর সন্তুষ্টি ও তাঁর জান্নাত কামনা করছি এবং তাঁর জাহান্নাম ও তাঁর ক্রোধ থেকে তাঁরই নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আগে ও পরে এবং প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে সর্বাবস্থায় সমস্ত প্রশংসার অধিকারী তিনিই।

وصلى الله على النبي، وعلى آله وصحبه، وسلم تسليما كثيرا

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা	বিষয়
৩	প্রারম্ভিক
৬	ইবাদত একমাত্র আল্লাহন জন্য করো
৯	পাথর, গাছ অথবা কবর ইত্যাদিকে বরকতের মাধ্যম মনে করো
১১	সুপারিশ কেবল আল্লাহর কাছেই কামনা করবে
১২	আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো উপর ভরসা করো না
১৮	কোনো প্রাণীর ছবি তুলবে না
২১	মহান আল্লাহর সত্তা সম্পর্কে কল্পনা করো না
২৫	আল্লাহর পাকড়াও থেকে নিশ্চিন্ত হয়ো না
২৭	আমল না করে আল্লাহর রহমতের উপর ভরসা করো না
৩৩	দ্বীনে মধ্যে অপমানকর জিনিস মেনে নিও না
৩৭	নক্ষত্রকে বৃষ্টি হওয়া মাধ্যম মনে করো না
৪০	ভাগ্যকে পাপ কাজের দলীল বানাও না
৪৩	গায়রুল্লাহর নামে শপথগ্রহণ করো না
৪৬	কারো জান্নাতী ও জাহান্নামী হওয়ার ফয়সালা করো না
৪৭	রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর পরিবারের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ কর না
৪৮	মুসলিমকে 'আল্লাহর দুশমন' বলো না
৫৫	দ্বীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করো না
৫৬	যুগকে গালি দিও না
৫৭	জাহেলিয়্যাতের মত ডাক পেড়ো না
৬০	মুসলিমের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ পোষণ করো না
৬১	শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করো না
৬২	স্রষ্টার অবাধ্যে কোনো সৃষ্টির আনুগত্য করো না
৬৭	পরিশিষ্ট